The Chittagong University Journal of Arts and Humanities
ISSN 1993-5536
VOL. XXXIX (Issue 1), 2023 (pp.19 - 40)
Published in October, 2025

কুরআন ও সুন্নাহ্‌র আলোকে সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-এর মাহাত্ম্য ও মর্যাদা: একটি পর্যালোচনা

ড. মুহাম্মদ নূরুল আমিন নূরী[*]

প্রতিপাদ্যসার: আহ্‌লুস সুন্নাহ্ ওয়াল জামা'আতের মতে সমস্ত সাহাবায়ে কিরাম (রা.) আদিল ও ন্যায়পরায়ণ। যেহেতু পবিত্র কুরআনে তাঁদের প্রশংসা ও গুণকীর্তন করা হয়েছে। আর তাঁদের চরিত্র ও কর্মকাণ্ড এবং তাঁরা যে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট মহা প্রতিদানের আশায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সামনে নিজেদের জান-মাল খরচ করেছেন ইত্যাদির স্তুতি ও গুণগান হাদীছ শরীফে অসংখ্য আলোচনা এসেছে। তবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ওফাতের পর তাঁদের পরস্পরের মধ্যে যা সংঘটিত হয়েছে, এর মধ্যে কিছু ঘটনা অনিচ্ছায় অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে ঘটে গেছে। যেমন, উষ্ট্রের যুদ্ধের ঘটনা। আবার কিছু ঘটনা ভুল ইজতিহাদের কারণে সংঘটিত হয়েছে। যেমন, সিফ্‌ফীনের ঘটনা। তবে মনে রাখতে হবে যে, ইজতিহাদ ভুলও হতে পারে আবার সঠিকও হতে পারে। সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-এর মান-সম্মান, সর্বক্ষেত্রে তাঁদেরকে মন্দ বলা বা সমালোচনা করা থেকে বিরত থাকা, সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-এর মাঝে সংঘটিত বিভিন্ন অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয় নিয়ে অহেতুক আলোচনা ও ঘাটাঘাটি না করা, আদালাতের পরিচয়, কুরআন ও হাদীছের আলোকে আদালাতুস সাহাবা, সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-এর মাহাত্ম্য ও মর্যাদা, সমালোচনা করার ধরন ও বিধান, এর পরিণাম এবং পারস্পরিক মতবিরোধের সমালোচনা থেকে বিরত থাকার ধরনসহ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদীছসমূহ এবং বিজ্ঞ ইমাম ও ফকীহ্‌গণের মতামতসহ পর্যালোচনা করাই অত্র প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য।

ভূমিকা

সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-এর ব্যাপারে আহ্‌লুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের বিশ্বাস একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাদের আকীদাহ্ বিষয়ক অসংখ্য গ্রন্থে আমরা দেখতে পাই যে সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-এর মাহাত্ম্য ও মর্যাদা, তাঁদের সমালোচনা করা থেকে বিরত থাকা এবং তাঁরা সত্যের মানদণ্ড হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হাদীছ শরীফে তাঁদের প্রতি সন্তুষ্টির কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। তাঁদের ক্রটি-বিচ্যুতির ব্যাপারে চুপ থাকা, তাঁদের মধ্যকার সংঘটিত অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনাবলি নিয়ে ঘাটাঘাটি না করা এবং তাঁদেরকে গালমন্দ করা থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব। অধিকন্তু এটা মু'মিনদের বৈশিষ্ট্যও বটে। অত্র প্রবন্ধে সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-এর ইতিহাস পর্যালোচনা করে তাঁদের ব্যাপারে সঠিক আকীদা-বিশ্বাস পোষণের গুরুত্ব এবং তা বর্জনের ভয়াবহতা নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। কুরআন-সুন্নাহ্ থেকে তাঁদের 'আদিল হওয়ার দলীল ইমামগণের মতামতসহ পেশ করা হয়েছে। সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর মর্যাদা অন্য সকলের উর্ধ্বে। তাঁদের সমালোচনা করার বিভিন্ন প্রকার এবং প্রত্যেক প্রকারের হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে। পাশাপাশি বিভিন্ন প্রসিদ্ধ ইমামগণের নির্বাচিত মতামতসহ কিছু মূলনীতি নিয়ে আলোচনা করেছি। পরিশেষে সাহাবায়ে কিরাম (রা.) সম্পর্কে আহ্‌লুস সুন্নাহ্ ওয়াল জামা'আতের আকীদাসহ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা করা হয়েছে।

* প্রফেসর, ইস্‌লামিক স্টাডিজ বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।

এক. 'আদালাতুস সাহাবা-এর ব্যাখ্যা

আল-'আদালত (العدالة) হলো, মাস্‌দার তথা ক্রিয়া বিশেষ্য। 'আদুলা, ইয়া'দুলু, 'আদালাতান, 'আদূলাতান, বাবে কারুমা থেকে, অর্থ, ন্যায়বিচার করা, ইনসাফ করা, ন্যায়বান হওয়া, ঠিক করা, বিনিময় করা (ড. আহমদ মুখতার ২ : ১৪৬৮)। আদালা, ইয়া'দিলু, 'আদ্‌লান, বাবে দারাবা থেকে, অর্থ, ন্যায়বিচার করা, ইনসাফ করা (ইবন মানজূর ১১ : ৪৩০)। আল-'আদালাতু অর্থ, ধর্মের উপর অটল থাকা (মুল্লা জিউন ২৬৫), আত্মশুদ্ধি ও অন্তরের সঠিকতা, জুলুমের বিপরীত (ইবন মানজূর ১১ : ৪৩০)। কাজকর্মে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা, অর্থাৎ এটি অন্যায়ের বিপরীত (আল-ফায়উমী ২ : ৩৯৬; আবূ জীব ২৪৪)। ন্যায়, ন্যায্যতা, ন্যায়বিচার, ইনসাফ, ন্যায়পরায়ণতা (আল-আযদী ২৬২-২৬৩)।

মুল্লা জিউন (র.) বলেন, আদালত হলো, رجحان جهة الدين والعقل على طريق الهوى والشهوة প্রবৃত্তি ও শাহওয়াত তথা কামনা-বাসনার উপর ধর্ম ও জ্ঞান-বিবেকের দিকটি প্রাধান্য পাওয়া (মুল্লা জিউন ২৬৫-২৬৬)। মান্না' খলীল আল-কাত্তান (র.) বলেন, আদালত হলো, هو من لم يظهر فيه ما يخل بدينه ومروءته، فيقبل لذلك خبره وشهادته إذا توافرت فيه شروط أهلية الأداء. যার মধ্যে ধর্মীয় ও বিবেকের বিপরীত কোন ত্রুটি প্রকাশ পাবে না, ফলে এর সংবাদ ও সাক্ষী গ্রহণ করা হবে। যখন এর মধ্যে আদা' তথা পৌঁছিয়ে দেয়ার শর্তসমূহ [আকল তথা বুদ্ধি, স্মরণশক্তি, আদালত এবং ইসলাম (প্রাগুক্ত)] বিদ্যমান থাকবে (আল-কাত্তান ৬২)। ড. আহমদ মুখতার (র.) বলেন, আদালাত হলো, "হাদীছ বর্ণনাকারীর মধ্যে অপরিহার্যভাবে বিদ্যমান থাকা শর্তসমূহের সমন্বয়কারী শব্দ। সেই শর্তসমূহ হলো, বর্ণনাকারী মুসলমান হওয়া, বালিগ হওয়া, জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন হওয়া, মানবতা বিরোধী ও অপকর্ম এবং গোনাহের চিহ্নসমূহ থেকে নিরাপদ থাকা (ড. আহমদ মুখতার ২ : ১৪৬৮)।" ইবন কুদামাহ্ (র.), ইবনুল আছীর (র.) বলেন, "আদালত হলো সঠিক দ্বীন ও সীরাত-চরিত্রে সঠিকতায় পৌঁছে অটল থাকা। এর দ্বারা খোদাভীরুতা ও মনুষ্যত্বের সন্নিবেশ ঘটে অন্তরে। ফলে তার সততার কারণে আন্তরিক বিশ্বস্ততা ও নির্ভরতা অর্জন হয়। অতঃপর সকল গুনাহ্ থেকে নিষ্পাপ হওয়া যে শর্ত নয় এই ব্যাপারে কোনো মতানৈক্য নেই (ইবনুল আছীর ৭৪; ইবন কুদামাহ্ ১ : ৩৮০)।" সুতরাং আদালত হলো, হাদীছ বর্ণনার বিষয়ে অপরিহার্যভাবে উপস্থিত থাকা শর্তসমূহ বিদ্যমান থাকার পাশাপাশি সঠিক দ্বীন ও সীরাত-চরিত্রে সঠিকতায় পৌঁছে অটল থাকা। যাতে অন্তরে খোদাভীরুতা ও মনুষ্যত্বের সন্নিবেশ ঘটার ফলে সততার কারণে আন্তরিক বিশ্বস্ততা ও নির্ভরতা অর্জন হয়। প্রবৃত্তি ও কামনা-বাসনার উপর ধর্ম ও জ্ঞান-বিবেকের দিকটি প্রাধান্য পাওয়া যাবে এবং যার মধ্যে ধর্মীয় ও বিবেকের বিপরীত কোন ত্রুটি প্রকাশ পাবে না।

আদালাতুস্ সাহাবা: সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-এর সত্যের মানদণ্ড হওয়া আহ্‌লুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাস্'আলা এবং দ্বীনের একটি জরুরী বিষয়। এ ব্যাপারে কুরআন-সুন্নায় অসংখ্য দলীল-প্রমাণ রয়েছে। নিম্নে 'আদালাতুস সাহাবার উপর কুরআন ও সুন্নাহ্ থেকে দলীল পেশ করা হল।

কুরআন ও সুন্নাহ্‌র আলোকে 'আদালাতুস সাহাবার ব্যাখ্য-বিশ্লেষণ: আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا﴾ "আল্লাহ্ তো মু'মিনগণের উপর সন্তুষ্ট হলেন যখন তারা বৃক্ষতলে তোমার নিকট বায়'আত গ্রহণ করেছিল, তাঁদের অন্তরে যা ছিল সে সম্পর্কে তিনি অবগত ছিলেন; তাঁদেরকে তিনি দান করলেন প্রশান্তি এবং তাঁদেরকে পুরস্কার দিলেন আসন্ন বিজয়" (সূরাতুল ফাত্‌হ, ৪৮ : ১৮)। জাবির ইবন আব্দিল্লাহ্ (রা.) বলেন, আমরা ছিলাম দেড় হাজার (মুসলিম *আস-সহীহ* ৪ : ১৭২৯/২২০৪)। অন্য রিওয়াইতে আছে, ১৪০০ জন (আল-মুবারকপুরী ৩৫১)। এ আয়াতটি সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-এর বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সব বিষয়ে পরিশুদ্ধতার প্রমাণ বহন করে। যেখানে আল্লাহ

তা'আলা বলেছেন, ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ "আল্লাহ্ তাঁদের প্রতি প্রসন্ন এবং তারাও তাতে সন্তুষ্ট" (সূরাতুত তাওবা, ৯ : ১০০)। فَلَا يَقع الرِّضَا مِنْهُ تَعَالَى إِلَّا على من علم مَوته على الْإِسْلَام যাদের উপর আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি রয়েছে তাদের কুফুরীর উপর মৃত্যুবরণ করা অসম্ভব (ইবন হাজার আল-হায়তামী ২ : ৬০৫)। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, «لَا يَدْخُلُ النَّارَ، إِنْ شَاءَ اللهُ، مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ أَحَدٌ، الَّذِينَ بَايَعُوا تَحْتَهَا» ইন্শা' আল্লাহ্ (আল্লাহ্ চাহেন তো) হুদায়বিয়ায় গাছের নীচে বায়'আত (রিদওয়ানে) অংশগ্রহণকারীদের কেউই জাহান্নামে প্রবেশ করবেন না (মুসলিম *আস-সহীহ* ৪ : ১৯৪২/২৪৯৬)।

ইবন তায়মিয়্যা (র.) বলেন, "আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে সন্তুষ্টি একটি স্থায়ী গুণ। আল্লাহ্ তা'আলা কেবল সেই ব্যক্তির প্রতিই সন্তুষ্ট হন যার মধ্যে সন্তুষ্ট হওয়ার গুণাবলি বিদ্যমান। আর যার প্রতি আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্ট তার প্রতি কখনো রাগান্বিত হন না। সুতরাং যাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা নিজে সন্তুষ্ট হওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন, তারা জান্নাতি.... (ইবন তায়মিয়্যা *আস-সারিমুল মাস্লূল* ১ : ৫৭৪)।"

ইবন হাযম (র.) বলেন, "যাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা সংবাদ প্রদান করেছেন যে, তিনি তাঁদের অন্তরে যা আছে সে ব্যাপারে সম্যক অবগত, তাঁদের উপর তিনি পুরোপুরি সন্তুষ্ট এবং তাঁদের উপর তিনি প্রশান্তি অবতীর্ণ করেছেন। তাঁদের গ্রহণযোগ্যতার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ কিংবা উপেক্ষা করা কখনো বৈধ হবে না (ইবন হাযম ৪ : ১১৬)।"

আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, كَانَ بَيْنَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، وَبَيْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ شَيْءٌ، فَسَبَّهُ خَالِدٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَسُبُّوا أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِي، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ، وَلَا نَصِيفَهُ» "একবার খালিদ ইবন ওয়ালীদ (রা.) ও 'আব্দুর রহমান ইবন 'আউফ (রা.)-এর মধ্যে (অপ্রীতিকর) কিছু একটা ঘটেছিল। তখন খালিদ (রা.) তাঁকে গালি দেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তোমরা আমার সাহাবীদের কাউকে গালি দিবে না। কেননা, তোমাদের কেউ যদি উহুদ পাহাড় সমান স্বর্ণ ব্যয় করে তাহলেও তাঁদের এক মুদ্দ (১) কিংবা অর্ধ মুদ্দের সমান হবে না (মুসলিম *আস-সহীহ* ৪ : ১৯৬৭/২৫৪১)।"

অন্য বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, «لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ، وَلَا نَصِيفَهُ» "তোমরা আমার সাহাবীগণকে গালমন্দ করবে না। তোমরা আমার সাহাবীগণকে গালমন্দ করবে না। সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার জীবন, যদি তোমাদের মধ্যে কেউ উহুদ পাহাড় বরাবর স্বর্ণ ব্যয় করে তাহলেও তাঁদের কারোর এক মুদ্দ অথবা অর্ধ মুদ্দের সমান হবে না (মুসলিম *আস-সহীহ* ৪ : ১৯৬৭/২৫৪০)।"

অন্য বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, "তারকারাজি আসমানের জন্য নিরাপত্তা (রক্ষাকবচ) স্বরূপ। যখন তারকারাজি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে তখন আসমানের জন্য প্রতিশ্রুতি বিপদ আসন্ন হবে। (অর্থাৎ কিয়ামত সংঘটিত হবে)। আর আমি আমার সাহাবীদের জন্য নিরাপত্তা (রক্ষাকবচ) স্বরূপ। যখন আমি বিদায় নেব তখন আমার সাহাবীদের উপর প্রতিশ্রুত বিপদ উপস্থিত হবে। অর্থাৎ ফিতনা-ফাসাদ ও যুদ্ধ-বিগ্রহ শুরু হয়ে যাবে)। আর আমার সাহাবীগণ সমগ্র উম্মাতের জন্য নিরাপত্তা (রক্ষাকবচ) স্বরূপ। যখন আমার সাহাবীগণ বিদায় হয়ে যাবেন তখন আমার উম্মাতের উপর প্রতিশ্রুত বিপদ উপস্থিত হবে (মুসলিম *আস-সহীহ* ৪ : ১৯৬১/২৫৩১)।" অর্থাৎ শির্ক, বিদ'আত ছড়িয়ে পড়বে, ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি হবে, শয়তানের শিং উদয় হবে, নাসারাদের রাজত্ব কায়েম হবে, মাক্কা ও মাদীনার অবমাননা করা হবে ইত্যাদি।

পবিত্র কুরআন ও হাদীছের উদ্ধৃতি প্রমাণ করে যে, সাহাবায়ে কিরাম (রা.) আদিল ও সত্যের মাপকাঠি। তাঁরা ধর্মের ধারকবাহক। তাঁদের মাধ্যমে আমরা দ্বীন পেয়েছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এবং সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-এর পদাঙ্গ অনুসরণ করে চলতে হবে। তাঁদের সর্বাধিক সম্মান করতে হবে এবং তাঁদের সমালোচনা থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকতে হবে। যেহেতু তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সুহবতপ্রাপ্ত সাহাবী।

দুই. সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-এর মাহাত্ম্য ও মর্যাদা

সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-এর মাহাত্ম্য ও মর্যাদা অতুলনীয়। মান-মর্যাদায় তাঁদের সমকক্ষ অন্য কোন মানুষ (নবী-রাসূল ব্যতীত) হতে পারবে না।

সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-কে অবশ্যই তাঁদের প্রাপ্য সম্মান প্রদান করতে হবে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে তাঁদের সাক্ষাৎ যত সামান্যই হোক না কেন। ইবন হাজার (র.)-এর প্রমাণ প্রদান করতে গিয়ে বলেন, মুহাম্মদ ইবন কুদামা আল-মারওয়াযী (র.) লিখিত "কিতাবু আখ্বারিল খাওয়ারিজ"-এ আমি পড়েছি, তিনি বলেন, আমরা আবূ সা'ঈদ খুদ্‌রী (রা.)-এর নিকট ছিলাম যে অবস্থায় তিনি হেলান দিয়ে বসা ছিলেন। আমরা আলী (রা.) ও মু'আবিয়া (রা.)-কে নিয়ে আলোচনা করছিলাম। একজন ব্যক্তি মু'আবিয়া (রা.)-এর নিন্দা করলেন। এটা শুনে আবূ সা'ঈদ খুদ্‌রী (রা.) সোজা হয়ে বসে পড়লেন। অতঃপর তার সাথে আল্লাহ্ তা'আলার রাসূল ﷺ-এর সেই সাহচর্যের কাহিনী তুলে ধরলেন যেখানে আবূ বকর (রা.) ও একজন বেদুইনও ছিলো। আবূ সা'ঈদ খুদ্‌রী (রা.) এই পর্যন্ত বললেন যে, সেই বেদুইন পরবর্তীতে উমার (রা.)-এর কাছে এসে আনসারী সাহাবীগণ (রা.)-এর নিন্দা করলেন। এর জবাবে উমার (রা.) আনসারীদের (রা.) বললেন, এই বেদুইনের সাথে আল্লাহ্ তা'আলার রাসূল ﷺ-এর সাহচর্যের কথা যদি আমার জানা না থাকত, তাহলে তোমরা অবশ্যই তার কাছ থেকে প্রতিশোধ নিতে পারতে (ইবন তায়মিয়্যা *আস-সারিমুল মাস্‌লূল* ১ : ৫৮১)। ইবন হাজার (র.) বলেন, এই হাদীছের বর্ণনাকারী সবাই নির্ভরযোগ্য। এখানে আমরা সুস্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে, যার সাথে আল্লাহ্ তা'আলার রাসূল ﷺ-এর সাক্ষাৎ ঘটেছে তাকে উমার (রা.) শাস্তি দেওয়া তো দূরের কথা; তিরস্কার পর্যন্ত করেননি। এতে বুঝা যায় সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-এর মর্যাদা কত বড়! (ইবন হাজার *আল-'ইসাবাহ* ১ : ১২) বায্‌যার তার মুসনাদে বিশ্বস্ত ব্যক্তিবর্গের সূত্রে সা'ঈদ ইবনুল মুসায়্যিব (র.) থেকে, তিনি জাবির (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লহ্ ﷺ বলেছেন, «إِنَّ اللَّهَ اخْتَارَ أَصْحَابِي عَلَى الْعَالَمِينَ سِوَى النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ» "আল্লাহ্ তা'আলা উভয়জগতের মধ্যে নবী-রাসূলগণ ছাড়া আরো একটি জাতি নির্বাচিত করেছেন, আর তারা হলো আমার সাহাবী (আল-হায়ছামী *কাশফুল আস্তার* ৩ : ২৮৮/২৭৬৩; আল-মুত্তাকী *কানযুল 'উম্মাল* ১১ : ৬৩৫/৩৩০৯৪)।" ইবন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি অত্র আয়াত ﴿قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى﴾ "বল, সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌রই এবং শান্তি তাঁর মনোনীত বান্দাদের প্রতি" (সূরাতুন নামল, ২৭ : ৫৯)-এর ব্যাপারে বলেন, "এখানে নির্বাচিত বান্দাগণ থেকে উদ্দেশ্য হলো সাহাবায়ে কিরাম (রা.) (আল-হায়ছামী *মাজমা'উয যাওয়াইদ* ৭ : ৮৭/১১২৪৯)।" এই নির্বাচন এবং চয়ন এমন এক বিষয় যা মানুষের জ্ঞান দিয়ে কল্পনা ও অনুমান করা যায় না। অনুরূপ অন্যরা আমলের দিক দিয়ে যতই উচ্চ শিখরে আরোহণ করুক না কেন সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-এর সমপর্যায়ে পৌঁছতে পারবে না। ইবন 'উমার (রা.) বলতেন, لَا تَسُبُّوا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَلَمُقَامُ أَحَدِهِمْ سَاعَةً- يَعْنِي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، خَيْرٌ مِنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ عُمْرَهُ "তোমরা মুহাম্মদ ﷺ-এর সাহাবীগণকে গালমন্দ করবে না, কারণ তাঁদের কিছু সময় অবস্থান [রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে], তোমাদের সারা জীবনের আমলের চেয়ে উত্তম (ইবন মাজাহ্ *আস-সুনান* ১ : ১১২/১৬২; ইবন আবীল 'ইয্‌য *শারহুল আকীদাতিত তাহাবিয়্যাহ্* ১ : ৪৭৮; আশ-শায়বানী *ফাদাইলুস সাহাবাহ্* ১ : ৫৭/১৫)।" ওয়াকী'-এর বর্ণনায় রয়েছে, خَيْرٌ مِنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً "তোমাদের চল্লিশ বছরের 'ইবাদতের চেয়ে উত্তম (ইবন আবীল 'ইয্‌য ১ : ৪৭৮)।"

উল্লেখিত আলোচনা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, সাহাবায়ে কিরাম (রা.) যারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে এক মুহূর্তও দেখেছেন তাঁদের সমপর্যায়ে অন্য কেউ পৌঁছতে পারবে না (ইবন হাজার *ফাতহুল বারী* ৭ : ৭)। ইমাম আহমদ (র.) বলেন, "আল্লাহ্ তা'আলার রাসূল ﷺ-এর সাথে যার সামান্যতম সাহচর্য লাভ হয়েছে তিনি সেই শতাব্দী থেকে উত্তম যারা তাঁকে ﷺ-দেখেনি যদিও অন্যরা জীবনের সকল আমল নিয়ে হাজির হয় (আল-লাল্কাঈ ১ : ১৬০)।" ইমাম নববী (র.) বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহচর্যের মর্যাদা এক মুহূর্তের জন্য হলেও তার সমান কোন আমল হতে পারে না এবং অন্য কোন কিছুর মাধ্যমে এই মর্যাদা লাভ করা যাবে না। মূলত মর্যাদাবলি নিয়মের মাধ্যমে অর্জন করা যায় না। বরং এটা আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে তা দান করেন (আন্-নাবাবী ১৬ : ৯৩)। তাঁদের শানে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, "اللهَ اللهَ فِي أَصْحَابِي، اللهَ اللهَ فِي أَصْحَابِي، لَا تَتَّخِذُوهُمْ غَرَضًا بَعْدِي، فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ، فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ، وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي، وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللهَ وَمَنْ آذَى اللهَ، فَيُوشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُ " "আমার সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-এর ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় কর, আমার সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-এর ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় কর। আমার ওফাতের পর তাদেরকে গালমন্দের নিশানা তথা লক্ষ্যবস্তু বানাইও না। সুতরাং যে তাদেরকে ভালবাসে আমাকে ভালবাসার কারণে, আমি তাদেরকে ভালবাসবো। তবে তাদের প্রতি যে বিদ্বেষ পোষণ করে আমার প্রতি বিদ্বেষের কারণে, আমিও তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবো। আর যে কেউ তাঁদেরকে কষ্ট দিবে সে যেন আমাকে কষ্ট দিল। আর যে কেউ আমাকে কষ্ট দিল, সে যেন আল্লাহ্ তা'আলাকে কষ্ট দিল। আর যে আল্লাহ্ তা'আলাকে কষ্ট দিবে, খুব শিঘ্রই তিনি তাকে পাকড়াও করবেন (আশ-শায়বানী *মুসনাদু 'আহমদ* ৩৪ : ১৮৫/২০৫৭৮; আল-বাগাভী ১৪ : ৭০/৩৮৬০)।" অনুরূপভাবে তাঁদের রয়েছে অন্তকরণের সব বিষয়ে সর্বজ্ঞ আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে অভ্যন্তরীণ আত্মশুদ্ধি। যেমন তিনি বলেছেন, ﴿فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ﴾ "তাঁদের আন্তরে যা ছিল, তা তিনি অবগত ছিলেন" (সূরাতুল ফাত্হ, ৪৮ : ১৮)। তাঁদের তাওবা আল্লাহ্ তা'আলা কবুল করে নিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ﴿لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ﴾ "আল্লাহ্ অবশ্যই অনুগ্রহপরায়ণ হলেন নবীর প্রতি এবং মুহাজির ও আনসারদের প্রতি" (সূরাতুত তাওবা, ৯ : ১১৭) এবং তাঁদের জন্য রয়েছে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি। তিনি বলেন, ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾ "আল্লাহ্ তো মু'মিনগণের উপর সন্তুষ্ট হলেন যখন তারা বৃক্ষতলে তোমার নিকট বায়'আত গ্রহণ করলো" (সূরাতুল ফাত্হ, ৪৮ : ১৮)। এগুলোর প্রত্যেকটি ছিল সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-এর বৈশিষ্ট্য। অন্যদের জন্য এসব আত্মশুদ্ধি কোথা থেকে মিলবে?!

একটি বিষয়ে সতর্ক করে দেয়া উচিৎ মনে হচ্ছে। তা হলো, সাহাবায়ে কিরাম (রা.) আর সাধারণের মাঝে যে মার্যাদার পার্থক্য তাতে কিন্তু বড় সাহাবীগণ (রা.) ও জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশ জন সাহাবী (রা.) এবং আকাবার শপথ, বদর যুদ্ধ কিংবা হুদায়বিয়ার সন্ধিতে অংশগ্রহণকারী সাহাবীগণ (রা.)-এর মত বিশেষ কোন মর্যাদাবান সাহাবী (রা.) এতে অন্তর্ভুক্ত থাকবেন না। এই মার্যাদার পার্থক্য শুধু তাঁদের ব্যাপারে যারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে এক নজর দেখা ব্যতীত আর কোন মর্যাদা লাভ করতে পারেননি। বড় সাহাবীদের তো কারো সাথে তুলনাও হয় না (আল-হায়তামী *আস্-সওয়াইকুল মুহ্‌রিকাহ্* ২ : ৬১২; ইবন হাজার *ফাতহুল বারী* ৭ : ৭)।

তিন. সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-এর সমালোচনার ধরন ও বিধান

সমালোচনা করা মানে হলো, এমন কথা বলা যা দ্বারা কোন ব্যক্তির ত্রুটি বের করা কিংবা তাকে ছোট করা উদ্দেশ্য হয়। আর বিশ্বাসের বিভিন্নতা সত্ত্বেও সমালোচনা বলতে মানুষ নিজেদের বিবেক-বুদ্ধিতে যা বুঝে তা হলো, কাউকে অভিশাপ দেয়া কিংবা কারো কুৎসা রটনা করা ইত্যাদি (ইবন তায়মিয়্যা *আস-সারিমুল মাস্‌লূল* ১ : ৫৬৩)। সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-এর সমালোচনা বিভিন্ন পর্যায়ের হতে পারে। একটি আরেকটির চেয়ে জঘন্য।

কেউ তাঁদেরকে কাফির বা ফাসিক বলে গালি দেয়। আর কেউ গালি দেয় কৃপণতা বা দুর্বল চিন্তার মতো পার্থিব বিষয় নিয়ে। আবার এই গালি দেয়াটা হতে পারে তাঁদের সকলকে অথবা অধিকাংশকে উদ্দেশ্য করে। কিংবা হতে পারে তাঁদের কতিপয়কে অথবা যে কোন একজনকে উদ্দেশ্য করে। আর এই একজন সাহাবী, তিনি হতে পারেন এমন যার ফজীলত মুতাওয়াতির হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। এ রকম প্রত্যেক ধরনের সমালোচনার বিস্তারিত বর্ণনা এবং বিধি-বিধান নিম্নে বর্ণনা করা হলো।

প্রথম প্রকার: যারা সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-এর সবাইকে অথবা অধিকাংশকে কাফির বা ধর্মহীন কিংবা ফাসিক বলে গালি দেয় তারা নিঃসন্দেহে কাফির। এই বিধানের পেছনে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো,

(ক) এরকম গালি দেয়ার অবধারিত অর্থ হলো, কুরআন-সুন্নাহ্র বাহকদেরকে কাফির-ফাসিক বলা। আর এর মাধ্যমে মূলত কুরআন-সুন্নাহ্র দিকেই সন্দেহের তীর ছুড়ে দেওয়া হয়। কেননা, বর্ণনাকারীকে ত্রুটিযুক্ত করা মানে বর্ণিত বস্তুটাকেই ত্রুটিযুক্ত করা।

(খ) সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-কে গালি দেয়ার মাধ্যমে মূলত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে কষ্ট দেয়া হয়। কেননা তারা হলেন তাঁর শিষ্য এবং ঘনিষ্ঠজন। আর কোন ব্যক্তির ঘনিষ্ঠদেরকে গালমন্দ করা এবং আঘাত করাটা নিঃসন্দেহে সেই ব্যক্তিকে কষ্ট দেয়া। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে কষ্ট দেয়া তো স্বতঃসিদ্ধ কুফুরী!

(গ) এই গালি দেয়ার মাধ্যমে কুরআন শরীফের সেসব আয়াতকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করা হয় যেগুলোতে সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-এর ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির ঘোষণা এসেছে এবং তাঁদের প্রশংসা করা হয়েছে। অথচ কুরআন এবং হাদীছ থেকে তাঁদের ফজীলতের ব্যাপারে প্রাপ্ত সব সংবাদই প্রত্যেকের দৃঢ় বিশ্বাসের দাবি রাখে (মুহাম্মদ ইবন আব্দিল ওয়াহ্হাব **১ : ১৯**)। আর যে এটা অস্বীকার করবে সে অবশ্যই কাফির।

ইবন তায়মিয়্যা (র.) এই ধরনের গালি দেয়ার হুকুম বর্ণনা করে বলেছেন, "আর যারা এই ধারণা করে যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পরে সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-এর মধ্য হতে দশ-পনেরো জন ব্যতীত বাকিরা সবাই ধর্মহীন হয়ে গেছেন কিংবা ফাসিক হয়ে গেছেন, নিঃসন্দেহে তারা কাফির। কেননা, এটা সরাসরি কুরআনের আয়াতকে অস্বীকার করা। এমনকি যারা এসব লোকদের কাফির হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করবে তারাও কাফির। কারণ তাদের এই কুফুরি একদম স্পষ্ট। আর এটা বুঝার জন্য তেমন বেশি গভীর আলোচনার দরকারও নেই (ইবন তায়মিয়্যা *আস-সারিমুল মাস্লূল* **১** : ৫৯০)।"

আল-হায়তামী (র.) বলেন, "সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-কে গালি দিলে কাফির হবে কি না?- এ ব্যাপারে মতভেদ থাকলেও তা শুধু তাদের ক্ষেত্রে যারা কিছু সংখ্যক সাহাবীকে গালি দেয়। যারা সকল সাহাবীকে গালি দেয় তাদের কুফুরির ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই (আল-হায়তামী *আস্-সওয়াইকুল মুহ্রিকাহ্* ২ : ২৩৫)।"

এ বিষয়ে দলীল

এক. আমাদের এই হুকুমের সাথে পবিত্র কুরআনের সূরা ফাত্হের শেষ আয়াতের তাফসীর মিলে যায়। এই আয়াত ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا... لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ﴾ "মুহাম্মদ আল্লাহ্র রাসূল; তাঁর সহচর কাফিরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানভূতিশীল; আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় তুমি তাঁদেরকে রুকূ ও সিজদায় অবনত দেখিবে.... এভাবে আল্লাহ্ মু'মিনদের সমৃদ্ধি দ্বারা কাফিরদের অন্তর্জালা সৃষ্টি করেন" (সূরাতুল ফাতহ, ৪৮ : ২৯)-এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইমাম মালিক (র.) এই বিধান বের করেছেন যে, بِتَكْفِيرِ الَّذِينَ يُبْغِضُونَ الصَّحَابَةَ، قَالَ: لِأَنَّهُمْ يَغِيظُونَهُمْ، وَمَنْ غَاظَ الصَّحَابَةُ فَهُوَ كَافِرٌ لِهَذِهِ الْآيَةِ. "যারা সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-এর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে তারা সবাই কাফির। কেননা, তারা নিশ্চয় সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-এর প্রতি শত্রুতা পোষণ করে। আর যারা

সাহাবীদের (রা.) প্রতি শত্রুতা পোষণ করে তারা কাফির এই আয়াতের আলোকে।" এই অভিমতের সাথে ইমাম শাফিয়ী (র.) এবং আরো অনেক উলামায়ে কিরাম (র.) একমত হয়েছেন। সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-এর ফজীলত এবং তাঁদের পদস্খলন সম্পর্কে কটূক্তি করা হতে বিরত থাকা সম্পর্কীয় বহু হাদীছ এসেছে। স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের প্রশংসা করেছেন এবং তাঁদের প্রতি নিজের সন্তুষ্টির কথা প্রকাশ করেছেন। তাঁদের শ্রেষ্ঠত্বের জন্যে এটাই কি যথেষ্ট নয় (ইবন কাছীর *তাফসীরুল কুরআনিল আজীম* ৪ : ২০৩; আল-হায়তামী *আস্-সওয়াইকুল মুহ্‌রিকাহ্* ২ : ৬০৭)?

দুই. আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, «آيَةُ الإِيمَانِ حُبُّ الأَنْصَارِ، وَآيَةُ النِّفَاقِ بُغْضُ الأَنْصَارِ» "ঈমানের চিহ্ন হলো আনসারকে ভালবাসা এবং মুনাফিকীর চিহ্ন হল আনসারের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ কর (আল-বুখারী ১ : ১৪/১৭; মুসলিম ১ : ৮৫/১২৮)।" অন্য বর্ণনায় বারা' ইবন আযিব (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, «الأَنْصَارُ لاَ يُحِبُّهُمْ إِلَّا مُؤْمِنٌ، وَلاَ يُبْغِضُهُمْ إِلَّا مُنَافِقٌ، فَمَنْ أَحَبَّهُمْ أَحَبَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ أَبْغَضَهُ اللَّهُ» "মু'মিন ছাড়া আনসারদেরকে কেউ ভালবাসবে না এবং মুনাফিক ছাড়া কেউ তাঁদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করে না। যে ব্যক্তি তাঁদেরকে ভালবাসেন আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ভালবাসেন। আর যে ব্যক্তি তাঁদের সাথে হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করবে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ঘৃণা করবেন (আল-বুখারী ৩ : ১৩৭৯/৩৫৭২)।" আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, «لَا يُبْغِضُ الْأَنْصَارَ رَجُلٌ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ» "আল্লাহ্ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাসী ব্যক্তি আনসারদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতে পারে না (মুসলিম ১ : ৮৬/১৩০)।" সুতরাং যারা সকল সাহাবীকে গালিগালাজ করে তাদের অপরাধ তো আরো বড়! আল্লাহ্ তা'আলা এবং আখিরাতের প্রতি অবিশ্বাসী মুনাফিক হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়াটা তাদের ক্ষেত্রে আরো বেশি আবশ্যক নয় কি?! (ইবন তায়মিয়্যা *আস-সারিমুল মাস্‌লূল* ১ : ৫৮৬)।

তিন. এভাবে দ্বিতীয় খলীফা উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.) থেকে যা সাব্যস্ত হয়েছে তাও এই হুকুমের একটি দলিল। তিনি একবার ঐ ব্যক্তিকে চাবুক দ্বারা প্রহার করেছেন যে তাকে আবূ বকর (রা.) থেকে শ্রেষ্ঠ বলেছে। এরপর তিনি মন্তব্য করেছেন, "রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পর সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন আবূ বকর (রা.)। যে কেউ এর অন্যথা বলবে আমি তাকে মিথ্যা রটনাকারীর শাস্তি প্রদান করব (আশ-শায়বানী *ফাদাইলুস সাহাবা* ১ : ৩০০; ইবন তায়মিয়্যা *আস-সারিমুল মাস্‌লূল* ১ : ৫৮১)।

এভাবে আলী (রা.) বলেছেন, "যে আমাকে আবূ বকর (রা.) আর উমার (রা.)-এর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিবে তার উপর আমি মিথ্যা রটনার শাস্তি প্রয়োগ করব (আশ-শায়বানী *ফাদাইলুস সাহাবা* ১ : ৮৩, ২৯৪; ইবন তায়মিয়্যা *আস-সারিমুল মাস্‌লূল* ১ : ৫৮১; আশ-শায়বানী *আস-সুন্নাহ্* ২ : ৫৬২)।" সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-এর মধ্যে শুধু অবৈধ শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া -কোন গালি দেয়া কিংবা ত্রুটি বর্ণনা করা নয়- এর জন্য যদি উমার (রা.) আর আলী (রা.) মিথ্যা রটনার শাস্তি প্রয়োগ করেন, তাহলে যারা সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-কে গালি দেয় তাদের শাস্তি কত কঠিন হতে পারে? একটু ভেবে দেখুন (ইবন তায়মিয়্যা *আস-সারিমুল মাস্‌লূল* ১ : ৫৮১)।

দ্বিতীয় প্রকার: যারা সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-এর কতিপয়কে তাঁদের ধর্মীয় বিষয়ে গালি দেয় অর্থাৎ কাফির বা ফাসিক বলে। আর সেই সাহাবীগণ (রা.)-এর মর্যাদার ব্যাপারে মুতাওয়াতির হাদীছে বর্ণনা পাওয়া যায় (যেমন, চার খলীফা)। তাহলে বিশুদ্ধ মতানুসারে এই ব্যক্তিও কাফির। কেননা, এর মাধ্যমে মুতাওয়াতির বিষয়কে (যার প্রতি বিশ্বাস করা ওয়াজিব) অস্বীকার করা হয়। সাহনূন (র.) থেকে আবূ মুহাম্মদ ইবন আবি যায়দ (র.) বর্ণনা করেছেন, "চার খলীফা আবূ বকর (রা.), উমার (রা.), উছমান (রা.) এবং আলী (রা.)-এর ব্যাপারে যে বলবে,

তারা ভ্রষ্টতা কিংবা কুফুরির উপর ছিল- এমন ব্যক্তিকে অবশ্যই হত্যা করা হবে। আর তারা ব্যতীত অন্য কোন সাহাবী সম্পর্কে যদি কেউ এমন বলে তাহলে তাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করা হবে (আল-ইউহসা ১ : ৫৮১)।" হিশাম ইবন আম্মার (র.) বলেন, আমি ইমাম মালিক (র.)-কে বলতে শুনেছি, "যে আবূ বকর (রা.) এবং উমার (রা.)-কে গালি দিবে তাকে হত্যা করা হবে। আর যে 'আয়িশা (রা.)-কে গালি দিবে তাকেও হত্যা করা হবে। যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা 'আয়িশা (রা.)-এর ব্যাপারে বলেছেন, ﴿يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ "আল্লাহ্ তোমাদেরকে উপদেশ দিতেছেন, তোমরা যদি মু'মিন হও তবে কখনও অনুরূপ আচরণের পুনারাবৃত্তি করিও না" (সূরাতুন নূর, ২৪ : ১৭)। সুতরাং যে ব্যক্তি 'আয়িশা (রা.)-কে মিথ্যা অপবাদ দিবে সে পবিত্র কুরআনের বিরোধিতা করল। আর যে পবিত্র কুরআনের বিরোধিতা করল তাকে হত্যা করা হবে (আল-হায়তামী *আস্-সওয়াইকুল মুহ্রিকাহ্* ১ : ১৪৪)।

ইমাম মালিক (র.) এক বর্ণনায় বলেছেন, আবূ বকর (রা.)-কে গালি দিলে এর শাস্তি হলো বেত্রাঘাত। আর যে 'আয়িশা (রা.)-কে গালিগালাজ করবে তাকে হত্যা করা হবে। তাকে প্রশ্ন করা হলো, কেন? তিনি উত্তরে বললেন, যে ব্যক্তি 'আয়িশা (রা.)-কে মিথ্যা অপবাদ দিবে সে তো পবিত্র কুরআনের বিরোধিতা করলো (আল-ইউহসা ২ : ৩০৯; ইবন তায়মিয়্যা *আস-সারিমুল মাস্লূল* ১ : ৫৬৮)।"

এই প্রকার গালিগালাজের বিধানের সারাংশ হলো, "হানাফী মাযহাব অনুযায়ী এবং শাফিয়ী মাযহাবের একমত অনুযায়ী- আবূ বকর (রা.)-কে গালি দেয়া কুফুরী (আল-ইউহসা ২ : ৩০৮)। আর মালিকী মাযহাবের প্রসিদ্ধ মত হলো, যে ব্যক্তি আবূ বকর (রা.)-কে শুধু গালি দেয়, কিন্তু তাকে "কাফির" মনে না করে- তাহলে সে ফাসিক এবং তার শাস্তি হলো বেত্রাঘাত। আর যদি তাঁকে গালি দেয়ার সাথে কাফিরও মনে করে- তাহলে সে কাফির এবং তাকে হত্যা করা ওয়াজিব.....(আল-হায়তামী *আস্-সওয়াইকুল মুহ্রিকাহ্* ১ : ১৪৬-১৪৭)।"

ইমাম বাগদাদী (র.) বলেছেন, "উম্মাহ্র ইমামগণ ঐ ব্যক্তির কাফির হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে মত পোষণ করেছেন, যে জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশ সাহাবীর কাউকে 'কাফির' বলে গালি দেয়। আর এভাবে যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর স্ত্রীগণের সবাইকে কিংবা কাউকে 'কাফির' বলে (আল-বাগদাদী ১ : ৩৫৩)।" সুতরাং বুঝাই যাচ্ছে, মাস্'আলাটি খুব বিরোধপূর্ণ। তবে আমরা যেটা উল্লেখ করেছি, আশা করি, সেটাই প্রাধান্যপ্রাপ্ত অভিমত। তবে যারা এই প্রকারের গালিদাতাদেরকে "কাফির" বলেন না তারা কিন্তু এই বিষয়ে একমত যে, এরকম গালিদাতা অবশ্যই প্রকাশ্যে কবীরাহ গুনাহ্কারী ফাসিক। তার গালির সম্মুখীন সাহাবীর মর্যাদা আর তার গালি দেয়ার ধরন বিবেচনায় উপযুক্ত শাস্তি তার উপর প্রয়োগ করা অত্যাবশ্যক। এর বিশদ বিবরণ সামনে দেয়া হলো। ইমাম হায়তামী (র.) বলেন, "ইমামগণ এ ব্যাপারে একমত, যারা সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-কে গালিগালাজ করে তারা কাফির না হলেও "ফাসিক" তো অবশ্যই (আল-হায়তামী *আস্-সওয়াইকুল মুহ্রিকাহ্* ১ : ১৪২)।"

ইবন তায়মিয়্যা (র.) এবং আবূ ইসহাক আস-সাবীয়ী (র.) বলেন, "আবূ বকর (রা.) এবং উমার (রা.)-কে গালি দেয়া কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। তাঁদেরকে গালি দেয়া যেহেতু এই পর্যায়ের গুনাহ্ তাই এতে যা আবশ্যক করা যাবে তা হলো "তা'যীর।" কেননা, যেসব অপরাধের ক্ষেত্রে শরী'আতে নির্ধারিত কোন শাস্তি কিংবা কাফ্ফারা নেই সেগুলোর জন্য হলো তা'যীরের বিধান। আর সাহাবায়ে কিরাম (রা.), তাবিয়ীন (র.) এবং আহ্লুস্ সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের সকল আলিমের অভিমত হলো, সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-এর প্রশংসা করা এবং তাঁদের জন্য মাগফিরাত ও রহমতের দু'আ করা সকল মুসলমানের উপর ওয়াজিব। আর যারা তাঁদেরকে কষ্ট দিবে তাদের জন্য রয়েছে শাস্তি এবং এ ব্যাপারে কারো কোন মতবিরোধ নেই (ইবন তায়মিয়্যা *আস-সারিমুল মাস্লূল* ১ : ৫৭৭)।"

কাদী ‘ইয়াদ (রা.) বলেন, “সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-এর কোন একজনকে গালি দেয়াও কবীরা গুনাহ্। আমাদের এবং জুমহুরের মাযহাব হলো, এমন ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়া হবে। তবে হত্যা করা হবে না (আন্-নববী ১৬ : ৯৩)।” আব্দুল মালিক ইবন হাবিব (র.) বলেন, “শী‘আদের মধ্য থেকে যারা উছমান (রা.)-এর প্রতি বিদ্বেষ করে এবং তার থেকে সম্পর্কমুক্ত বলে বাড়াবাড়ি করে, তাদেরকে অবশ্যই ভালোভাবে উত্তম মাধ্যম দেওয়া হবে। আর যে আরো সামনে বেড়ে আবূ বকর (রা.) উমার (রা.)-এর প্রতিও বিদ্বেষ পোষণ করবে তার শাস্তি আরো কঠিন হবে, তাকে বারবার প্রহার করা হবে এবং তাওবা না করা পর্যন্ত তার কারাবরণ মেয়াদ বাড়ানো হবে, যদিও ততদিনে তার মৃত্যু এসে যায় (আল-ইউহসা ২ : ৩০৮-৩০৯; ইবন তায়মিয়্যা *আস-সারিমুল মাস্‌লূল* ১ : ৫৭০)।” তবে আবূ বকর (রা.)-কে গালি দেয়ার শাস্তি অন্য সাহাবীকে গালি দেয়ার শাস্তির চেয়েও বেশি হবে। কারণ, বেত্রাঘাতটা তো শুধু সাহাবীকে গালি দেয়ার শাস্তি। অথচ আবূ বকর (রা.) সাহাবী হওয়ার সাথে সাথে এমন আরো অনেক মর্যাদার অধিকারী যেগুলো তাকে গালি দাতার জন্য বেশি থেকে বেশি শাস্তির দাবি রাখে। আর হ্যাঁ, এই তা‘যীর বা শাস্তি প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে শাসকের কোন ইচ্ছাধিকার নেই। বরং এটা বাস্তবায়ন করা তার উপর একটি আবশ্যিক দায়িত্ব (আল-হায়তামী *আস্-সওয়াইকুল মুহ্‌রিকাহ্* ১ : ১৪৯-১৫০)। ইমাম আহমদ (র.) বলেন, “কারো জন্য বৈধ নয় সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-এর মন্দ দিকগুলো বর্ণনা করা এবং তাঁদের কারো কোন দোষ-ত্রুটি নিয়ে সমালোচনা করা। যে তা করবে শাসকের দায়িত্ব হলো তাকে শাস্তি দিয়ে ঠিক করা। তাকে ক্ষমা করা যাবে না। তাওবা না করা পর্যন্ত শাস্তি দিতে থাকবে। তাওবা করার পর আবার করলে তাকে আবারো শাস্তি দেয়া হবে এবং যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া হবে যদি তাওবা না করে (আবূ ইয়া‘লা ১ : ৪২)।”

মুহাম্মদ ইবন আব্দিল ওয়াহ্‌হাব (র.) বলেছেন, “কেউ যদি এমন কোন সাহাবীকে গালি দেয় যার ফজীলত মুতাওয়াতির হাদীছে বর্ণিত হয়েছে যেমন, খোলাফায়ে রাশিদীন, তাহলে সে যদি এই গালি দেয়াটাকে সঠিক এবং বৈধ বলে বিশ্বাস করে তাহলে সে অবশ্যই কাফির। কারণ, এর মাধ্যমে সে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত বিষয়কে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করেছে, যেটা মূলত কুফুরী। আর যে ব্যক্তি এটা করবে তবে এই গালি দেয়াটাকে সঠিক এবং বৈধ বলে বিশ্বাস করবে না তাহলে সে হবে ফাসিক। কেননা, মুসলমানকে গালি দেয়া ফাসিকের কাজ। তবে আবূ বকর (রা.) উমার (রা.)-কে গালি দেয়াকে অনেকে কোন শর্ত ছাড়াই কুফুরী বলেছেন। আল্লাহ্ তা‘আলা সবচেয়ে ভাল জানেন (মুহাম্মদ ইবন আব্দিল ওয়াহ্‌হাব ১ : ১৯)।” কাদী আবূ ইয়া‘লা (র.) সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-কে গালিদাতার বিধান সম্পর্কে ইমাম আহমদ (র.)-এর মন্তব্য “আমি তাকে ইসলামের গণ্ডির ভেতর আছে বলে মনে করি না......”, -এর টীকা সংযুক্তিতে বলেন, “যারা এই গালি দেয়াকে বৈধ মনে করবে তারা তো কোন বিরোধ ছাড়াই কাফির। আর যারা গালি দিলেও সেটাকে বৈধ মনে করে না তাকে হত্যা করা হবে না। কেননা সেটা প্রকাশ্য কবীরা গুনাহ করার মতো (ইবন তায়মিয়্যা *আস-সারিমুল মাস্‌লূল* ১ : ৫৭০)।

তৃতীয় প্রকার: যে সাহাবী (রা.)-এর ব্যাপারে মুতাওয়াতির সূত্রে ফজীলত বর্ণিত হয়নি তাঁকে যদি কেউ ধর্মীয় বিষয়ে আঘাত করে গালি দেয়, তাহলে তার ব্যাপারে জুমহুরের অভিমত হলো, সে কাফির হবে না। যেহেতু সে এমন কোন বিষয়ে অস্বীকার প্রদর্শন করেনি যার প্রতি বিশ্বাস রাখা ধর্মীয়ভাবে একান্ত জরুরি। তবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর একজন সাহাবী (রা.)-কে গালি দেয়ার কারণে সে অবশ্যই গুনাহ্‌গার হবে।

চতুর্থ প্রকার: যদি কেউ কোন সাহাবী (রা.)-কে এমনভাবে গালি দেয় যার মাধ্যমে সাহাবী (রা.)-এর ধার্মিকতা এবং ন্যায়পরায়ণতায় আঘাত হয় না, তাহলে এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এমন ব্যক্তি অবশ্যই শাস্তির যোগ্য অপরাধী। তবে আমার সীমিত গবেষণায় কোন আলিম এমন পাইনি যিনি তাকে “কাফির” ফতোয়া দিয়েছেন। আর এ ক্ষেত্রে সাহাবীদের মাঝে বড়-ছোট কোন পার্থক্যও করা হয়নি।

শায়খুল ইসলাম ইবন তায়মিয়্যা (র.) বলেন, "আর কেউ যদি সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-কে এমনভাবে গালি দেয় যার মাধ্যমে সাহাবী (র.)-এর ধার্মিকতা এবং ন্যায়পরায়ণতায় আঘাত করা হয় না (যেমন, তাঁদেরকে কৃপণ, ভীরু, স্বল্পজ্ঞানী এবং দুনিয়াবিমুখ নয়- এরকম কোন দোষ দেয়া), তাহলে সে ব্যক্তি শাস্তি এবং কিছু উত্তম মাধ্যম পাওয়ার যোগ্য। তবে তাকে এই একটি দোষের কারণে আমরা কাফির বলে দিতে পারি না (প্রাগুক্ত **১** : ৫৯০)।"

পঞ্চম প্রকার: 'আয়িশা (রা.)-কে যে বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র ঘোষণা করেছেন সে বিষয়ে তার সমালোচনা করার বিধান: আলিমগণ এই বিষয়ে একমত যে, 'আয়িশা (রা.)-কে যে বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র ঘোষণা করেছেন সে বিষয়ে যারা তার সমালোচনা করবে তারা নিঃসন্দেহে কাফির। কাদী আবূ ইয়া'লা (র.) বলেন, "যে বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলা 'আয়িশা (রা.)-কে পবিত্র ঘোষণা করেছেন সে বিষয়ে যে কেউ তার সমালোচনা করবে সে কাফির। এতে কারো বিরোধ নেই। এ ব্যাপারে সকলের ঐক্যমত হওয়াটাও বর্ণিত হয়েছে।" ইমাম মালিক (র.) বলেছেন, "যে আবূ বকর (রা.)-কে গালি দিবে তাকে চাবুকাঘাত করা হবে। আর যে 'আয়িশা (রা.)-কে গালি দিবে তাকে হত্যা করা হবে।" কেন? প্রশ্ন করা হলে তিনি উত্তরে বলেন, "যে 'আয়িশা (রা.)-এর প্রতি মিথ্যারোপ করল সে কুরআনের বিরোধিতা করল (প্রাগুক্ত **১** : ৫৬৮)।" যার ফলে সে মুরতাদ্দ হয়ে যাবে এবং তাকে হত্যা করা ওয়াজিব হবে। আরেকটা কারণ হলো, এর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে কষ্ট দেয়া হয়।

ইবন আব্বাস (রা.) মিথ্যা-অপবাদ দেয়ার ব্যাপারে কুরআন শরীফে যেসব আয়াত এসেছে সেগুলোর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, যারা সাধারণ মু'মিন নারীকে অপবাদ দেয় তাঁদের তাওবা কবুল হওয়ার স্পষ্ট ঘোষণা আছে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ... إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا﴾ "যারা সাধ্বী রমণীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে না... তবে যদি এর পর তারা তাওবা করে ও নিজেদেরকে সংশোধন করে" (সূরাতুন নূর, ২৪ : ৪-৫)। কিন্তু যারা উম্মাহাতুল মু'মিনীনকে অপবাদ দিবে তাদের জন্য দুনিয়ায় অভিশাপ আর আখিরাতে বড় শাস্তির ঘোষণা এসেছে। তবে তাদের তাওবা কবুল হওয়ার বিষয়ে কিছু বলা হয়নি। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ "যারা সাধ্বী, সরলমনা ও ঈমানদান নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে তারা দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত এবং তাদের জন্য আছে মহাশাস্তি"-সূরাতুন নূর, ২৪ : ২৩-(ইবন কাছীর *তাফসীরুল কুরআনিল আজীম* ৩ : ২৮৪; আল-কুরতুবী **১**২ : ২০৯)।

সুতরাং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর স্ত্রীগণকে অপবাদ দেয়ার গুণাহ্ অনেক জঘন্য। এর কারণ হলো, স্ত্রীকে অপবাদ দেয়ার মাধ্যমে তার পিতাকে এবং স্বামীকে কষ্ট দেয়া হয় এবং তাদের মানহানি করা হয়। আর সম্মানিত ব্যক্তির জন্য এটা কিন্তু অনেক বড় বেদনাদায়ক (ইবন তায়মিয়্যা *আস-সারিমুল মাস্লূল* **১** : ৫০)। ইবন আব্দিল ওয়াহ্হাব (র.) বলেন, "যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পুতপবিত্র স্ত্রীকে অপবাদ দিবে সে অবশ্যই ইহকালে ও পরকালে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হবে। যেমন, মুনাফিক সর্দার 'আব্দুল্লাহ ইবন উবাই ইবন সালূলকে প্রহার করা হয়েছিল। আর নবী ﷺ সে সময় নিজে যে কী রকম কষ্ট পেয়েছেন তাও সবাইকে বলেছেন। তিনি ﷺ বলেন, «يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ، مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ رَجُلٍ قَدْ بَلَغَنِي عَنْهُ أَذَاهُ فِي أَهْلِي، "হে মুসলিম সম্প্রদায়, যে আমার স্ত্রীর ব্যাপারে অপবাদ ও বদনাম রটিয়ে আমাকে কষ্ট দিয়েছে তার এ অপবাদ থেকে আমাকে কে মুক্ত করবে? (আল-বুখারী ৪ : **১**৫**১**৭/৩৯**১**০)।" তাছাড়া রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর স্ত্রীকে অপবাদ দেয়ার মাধ্যমে মূলত আল্লাহ্ তা'আলার বিরুদ্ধে বলা হয়। যেহেতু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সকল বিবাহ আল্লাহ্ তা'আলার আদেশেই হয়েছে। তার স্ত্রীগণ স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক নির্বাচিত। এজন্য তাঁদেরকে অপবাদ দেয়ার জঘন্যতা কত বেশি তা বর্ণনাতীত। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে হেফাজত করুন।

ষষ্ঠ প্রকার: ‘আয়িশা (রা.) ব্যতীত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর অন্যান্য স্ত্রীদেরকে গালি দেয়ার বিধান:
‘আয়িশা (রা.) ব্যতীত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর অন্যান্য স্ত্রীদেরকে গালি দেয়া বা অপবাদ দেয়ার বিধানের ব্যাপারে আলিমগণের মতানৈক্য রয়েছে। তবে বিশুদ্ধ মত যেটার ব্যাপারে অধিকাংশ রায় দিয়েছেন তা হলো, এরকম অপবাদদাতা ব্যক্তি কাফির হয়ে যাবে। কেননা, যাকে অপবাদ দেয়া হয়েছে তিনি হলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর স্ত্রী। আর আল্লাহ্ তা‘আলা যে রকম ‘আয়িশা (রা.)-এর ব্যাপারে রাগান্বিত হয়েছেন। তেমনিভাবে অন্যান্য স্ত্রীগণের ব্যাপারেও রাগান্বিত হবেন (ইবন কাছীর *আল-বিদায়াহ্ ওয়ান নিহায়াহ্* ৮ : ১৪১৮)। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর স্ত্রী হিসেবে তারা সকলেই সমান মর্যাদার অধিকারী। তাছাড়া এর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে কষ্ট দেয়া হয়। আর এটা হলো সবচেয়ে বড় অপরাধ (আল-হায়তামী *আস্-সওয়াইকুল মুহ্‌রিকাহ্* ১ : ১৪৯; আল-ইউহসা ২ : ৩০৯)।
উপরোক্ত ছয় প্রকারের দলিলসহ বিধান সুস্পষ্ট হওয়ার পর আমাদের সতর্ক হওয়া উচিত। এক কথায় সহাবায়ে কিরাম (রা.)-এর সমালোচনা কোনভাবেই করা যাবে না। যারা করে তারা মূলত উপরোক্ত ছয় প্রকারের কোন না কোন প্রকারের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। আল্লাহ্ তা‘আলাকে আমাদেরকে সমালোচনা থেকে হিফাজত করুন।

চার. সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-এর সমালোচনার পরিণতি

আমাদের পূর্বসূরী আলিমগণ (র.) সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-কে নিন্দা করা এবং গালি দেয়ার ব্যাপারে আগেই সজাগ হয়েছেন এবং এসব নিন্দাকারী ও তাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কেও সতর্ক হয়েছেন। আর তা এজন্য যে, তারা বুঝতে পেরেছিলেন এরকম নিন্দা বর্ণনা আর গালিগালাজের কারণে ধর্মের মূলনীতি বিরুদ্ধ অনেক ক্ষতিকর ফলাফল বয়ে আসবে। তাদের অনেকে এমন মন্তব্য করেছেন যেগুলোর পরিমাণ কম হলেও অর্থ অনেক। সেগুলোর কিছু আমি এই আলোচনার শুরুতে উল্লেখ করব। তারপর এর কিছু অংশ যেগুলো সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-কে গালি দেয়ার সাথে সম্পৃক্ত সেগুলোর ব্যাখ্যা করব। আর এদের মধ্যে যারা জঘন্য পর্যায়ের তাদের কিছু প্রতিউত্তরও আমি দেয়ার চেষ্টা করব।

ইমাম মালিক (র.) তাদের সম্পর্কে বলেন, “তারা হলো এমন লোক যারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ব্যাপারে কুৎসা রটনা করতে গিয়ে সফল হয়নি। তারপর তারা সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-এর কুৎসা রটিয়েছে, যাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলা যায় ‘খারাপ লোক’। কারণ, যদি তিনি ভাল লোক হতেন তাহলে তাঁর সাহাবীরা (রা.) তো অবশ্যই সৎ হতেন (ইবন তায়মিয়্যা *আস-সারিমুল মাস্‌লূল* ১ : ৫৮১)।”

আর ইমাম আহমদ (র.) বলেন, إِذَا رَأَيْتَ رَجُلًا يَذْكُرُ أَحَدًا مِنَ الصَّحَابَةِ بِسُوءٍ فَاتَّهِمْهُ عَلَى الْإِسْلَامِ. “যখন তুমি এমন কোন লোককে দেখবে যে সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-এর কাউকে সমালোচনা করে তাহলে তুমি তার ইসলামের ব্যাপারে সন্দেহ করতেই পারো (ইবন কাছীর *আল-বিদায়াহ্ ওয়ান নিহায়াহ্* ১১ : ৪৫০; আশ-শারবীনী ১১৮)।”

আল-বারবাহারী (র.) বলেন, وإذا رأيت الرجل يطعن على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه صاحب قول سوء وهوى “যখন তুমি কোন লোককে দেখবে যে সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-এর কারো ব্যাপারে সমালোচনা করে তাহলে তুমি তার ব্যাপারে বিশ্বাস করে নিবে যে, সে হলো, প্রবৃত্তি পূজারী এবং মন্দ প্রকারের লোক (আল-বারবাহারী ১ : ৫০)।” ইমাম নাবাবী (র.) বলেন, “জেনে রেখো যে, সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-কে গালিগালাজ করা খুব কঠিনভাবে নিষিদ্ধ কাজগুলোর একটি। এমনকি তাঁদের যুগে পরস্পরের মাঝে সংঘটিত যুদ্ধগুলোর ব্যাপারেও যদি কেউ এটা করতে চায়, তাহলেও। কেননা, তারা এগুলোর ব্যাপারে ইজতিহাদ করেছেন। আর ইজতিহাদের ক্ষেত্রে তারা মা’যূর (আন্-নববী ১৬ : ৯৩)।” কাদী ‘ইয়াদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে

যে, وَسَبُّ أَحَدِهِمْ-أي الصحابة- مِنَ الْمَعَاصِي الْكَبَائِرِ "সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-কে গালি দেয়া কাবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত (প্রাগুক্ত)।" ইমাম আবূ যুর'আ রাযি (র.) বলেন, সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-কে গালিগালাজ করছে এমন কাউকে দেখলে অবশ্যই বুঝে নিবে সে জিন্দীক তথা ধর্মদ্রোহী। কেননা, আমাদের বিশ্বাস হলো, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সত্য এবং কুরআন সত্য। এই কুরআন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর হাদীছ আমাদের কাছে পৌঁছার মাধ্যম হলো সাহাবায়ে কিরাম (রা.)। তারা আমাদের কুরআন-সুন্নাহ্‌র বর্ণনাকারীদেরকে আক্রমণ করে সেগুলোকে অগ্রহণযোগ্য প্রমাণ করতে চায়। মূলত তারাই ত্রুটিযুক্ত মানুষ এবং তারা হলো ধর্মদ্রোহী (আল-খাতীবুল বাগদাদী ১ : ৪৯; আল-হায়তামী *আস্-সওয়াইকুল মুহ্‌রিকাহ্* ২ : ৬০৮)।" ইমাম আবূ নু'আয়ম (র.) বলেন, فَلَا يتتبع هفوات أَصْحَاب رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وزللهم، ويحفظ عَلَيْهِم مَا يكون مِنْهُم فِي حَال الْغَضَب والموجدة إِلَّا مفتون الْقلب فِي دينه "ধর্মের ব্যাপারে মানসিক রোগী ব্যতীত অন্য কেহ সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-এর পদস্খলনের বিষয়ে অনুচিত কথা বলবে না এবং তাঁদের রাগান্বিত অবস্থার বিষয়াবলিও সংরক্ষণ করে আলোচনায় আনবে না (আল-আসবাহানী ১ : ৩৪৪)।"

সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-কে গালিগালাজ করার পরিণতি নিম্নে আলোচনা করা হলো,

এক. অধিকাংশ সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-কে কাফির, মুরতাদ্দ বা ফাসিক বলে গালি দেয়া হলে, তাঁদের মাধ্যমে বর্ণিত কুরআন মযীদ ও হাদীছ শরীফের প্রতি সন্দেহ পোষণ করা অবধারিত হয়ে যায়। এভাবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর হাদীছসমূহের বর্ণনাকারী সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-এর ন্যায়পরায়ণতা নিয়ে যখন প্রশ্ন তোলা হয় তখন তাঁদের সূত্রে বর্ণিত হাদীছসমূহের প্রামাণ্যতা কীভাবে বাকি থাকে? তারপরেও তাদের অনেকে কুরআনের প্রতি ঈমান রাখে বলেও দাবি করে। আমরা বলব, যদি তারা কুরআনের প্রতি ঈমান আনে তাহলে কুরআনে বর্ণিত বিষয়গুলোর প্রতিও ঈমান আনতে হবে। আর কুরআনে আছে সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-এর উপর আল্লাহ্ তা'আলা সন্তুষ্ট হয়ে গেছেন এবং তারাই হলেন শ্রেষ্ঠ উম্মত। সুতরাং এটা যারা বিশ্বাস করবে না কুরআনের প্রতি তাদের ঈমানও পরিপূর্ণ হবে না।

দুই. এরকম গালিগালাজের ফলে দুটি বিষয়ের একটা অবশ্যই অবধারিত হয়ে যায়।
১. হয়ত আল্লাহ্ তা'আলা সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-এর ব্যাপারে পূর্ণ অবগত ছিলেন না।
২. কিংবা সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-এর প্রশংসায় কুরআনে বর্ণিত আয়াতসমূহ নিরর্থক (আত-তিব্ইয়ানী ৭৫)।" এই উভয়টিই সম্পূর্ণ অসম্ভব। কেননা, **প্রথম কথা** অনুযায়ী যদি ধরে নেয়া হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের থেকে কুফুরী প্রকাশ পাওয়ার ব্যাপারে অনবগত ছিলেন (আল্লাহ্ তা'আলা সকল প্রকার অসম্পূর্ণতা থেকে চিরপবিত্র এবং সুমহান) আর তাই তিনি তাঁদের প্রশংসা করেছেন এবং জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তাহলে এটা হবে আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি অজ্ঞতার সম্পর্ক করা যেটা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

দ্বিতীয় কথা অনুযায়ী, যদি আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের থেকে কুফুরী প্রকাশ পাওয়ার বিষয়ে অবগত ছিলেন, তাহলে তাঁদের উদ্দেশ্যে তার প্রশংসা এবং প্রতিশ্রুতি সবই অনর্থক হয়ে যায়। আর আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে অনর্থক কোন কিছু প্রকাশ হওয়া, সেটাও অসম্ভব। এভাবে সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-কে গালিগালাজ করাটা মহান আল্লাহ্ তা'আলার হিকমতকেও প্রশ্নবিদ্ধ করবে। যেহেতু তিনি তার প্রিয় নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর সংশ্রবের জন্য তাঁদেরকেই নির্বাচিত করেছেন। তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে জিহাদ করেছেন এবং সকল ধরণের সহযোগিতা করেছেন। আর তিনি তাঁদের অনেকের সাথে বৈবাহিক সম্পর্কও স্থাপন করেছেন। উসমান (রা.)-কে তার দুই মেয়ে বিয়ে দিয়েছেন। আবূ বকর (রা.) ও উমার (রা.) উভয়েরই মেয়েকে বিয়ে করেছেন। সুতরাং এটা কীভাবে

সম্ভব যে, আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রিয় নবী ﷺ-এর এমন কিছু লোককে নির্বাচিত করবেন যাদের থেকে কুফুরী প্রকাশ পাবে?!

যদি নবী করীম ﷺ-এর সাহাবীগণ -তাদের ধারণা অনুযায়ী- কিছু অংশ ছাড়া বাকি সবাই মুনাফিক আর মুরতাদ্দ হন তাহলে ইসলাম ধর্মের অনুসারী আর কে? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সংশ্রবে উপকৃত হওয়া ব্যক্তি কারা? কীভাবে তিনি সারাবিশ্ববাসীর জন্য রহমত স্বরূপ?! (আল-আলবানী ৪ : ৩৫৩)।

পাঁচ. সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-এর মতবিরোধের সমালোচনার বিধান

নবী করীম ﷺ বলেছেন, «إِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِي فَأَمْسِكُوا، وَإِذَا ذُكِرَتِ النُّجُومُ فَأَمْسِكُوا، وَإِذَا ذُكِرَ الْقَدَرُ فَأَمْسِكُوا» "যখন আমার সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-এর সমালোচনা করা হবে, তখন তোমরা তা থেকে বিরত থাকবে। যখন নক্ষত্র নিয়ে আলোচনা করা হবে, তা থেকে বিরত থাকো। আর যখন তাকদীর নিয়ে আলোচনা হবে, তখন তা থেকেও বিরত থাকবে (আত-তাবারানী ২ : ৯৬/১৪২৭)।" এমনই ছিল সালাফে সালিহীনের পন্থা। তারা সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-এর ভুল-ভ্রান্তি এবং পদস্খলনগুলোর সমালোচনা করা থেকে বিরত থাকতো এবং তাঁদের পারস্পরিক মতবিরোধের ব্যাপারে আলোচনায় মত্ত হতো না। আবূ নু'আয়ম (র.) বলেন, সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-এর পদস্খলনের সমালোচনা থেকে বিরত থাকা, তাঁদের মর্যাদা ও সুন্দর বিষয়গুলোর বিস্তার করা এবং তাঁদের থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন বিষয়কে সুন্দর কোন ব্যাখ্যার দিকে ফিরিয়ে দেয়া, এগুলো হলো প্রকৃত মু'মিনগণের আলামত। যারা সঠিকভাবে তাঁদের পথের অনুসারী এবং আল্লাহ্ তা'আলা এদের প্রশংসায় বলেছেন, ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾ "যারা তাদের পরে এসেছে, তারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রণী আমাদের ভ্রাতাগণকে ক্ষমা কর এবং মু'মিনদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে বিদ্বেষ রাখিও না"-সূরাতু হাশার, ৫৯ : ১০-(আল-আসবাহানী ১ : ৩৭৩। অনুরূপভাবে উপরোল্লিখিত হাদীছের টীকায় তিনি বলেছেন, لم يَأْمُرهُم بالإمساك عَن ذكر محاسنهم وفضائلهم، إِنَّمَا أمروا بالإمساك عَن ذكر أفعالهم وَمَا يفرط مِنْهُم فِي ثورة الْغَضَب وعارض الموجدة. "এই হাদীছে সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-এর মর্যাদাবলি ও সুন্দর গুণাবলির আলোচনা করতে নিষেধ করা হয়নি। বরং তাঁদের একান্ত ব্যক্তিগত কাজকর্ম এবং রাগের বশবর্তী হয়ে কিংবা মানবীয় স্বভাবের কারণে প্রকাশিত বিভিন্ন ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে সমালোচনা করতে নিষেধ করা হয়েছে (প্রাগুক্ত ১ : ৩৪৭)।"

এক. আহ্‌লুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের কাছে মুখ্য হলো, সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-এর পারস্পরিক বিভেদের বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা থেকে বিরত থাকা, সেগুলো নিয়ে আলোচনায় রত না হওয়া। এটাই বিবৃত হয়েছে আকীদা বিষয়ক আহ্‌লুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আলিমদের সকল গ্রন্থে। যেমন, আব্দুল্লাহ ইবন আহমদ ইবন হাম্বল (র.)-এর 'আস-সুন্নাহ' (২/৪১৬), ইবন আবি আছিম (র.)-এর 'আস-সুন্নাহ' (২/৪৭৮-৪৮৩), রাজিহী (র.)-এর 'শারহু আকীদাতিস সালাফি ওয়া আসহাবিল হাদীছ' (৮/১২, ১৪/১৪), ইবন বাত্তা (র.)-এর 'আল-ইবানা' (১/২০৯, ২/৫৬৩-৫৬৪, ৩/২২৫, ২৩৯, ৩০৮) এবং শারহুল আকীদাতিত তাহাবিয়্যাহ্ (৪৬৮-৪৭১) ইত্যাদি গ্রন্থগুলোতে। আর এই বিরত থাকার বিধানটা আরো বেশি দৃঢ়ভাবে প্রযোজ্য হবে তাদের ক্ষেত্রে, যাদের ব্যাপারে আশঙ্কা রয়েছে এসব স্পর্শকাতর বিষয়ে সত্যমিথ্যার মিশ্রণ ঘটানো, গোলযোগ বাধানো এবং ফিৎনায় পড়ে যাওয়ার।

এর কারণ হতে পারে, তাদের অন্তরে সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-এর প্রতি লালিত গভীর ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও মর্যাদার সাথে সেসব বিষয়ের বৈপরীত্য দেখা দেয়া। অথবা তারা কম বয়সী হওয়ায় কিংবা ধর্মের জ্ঞানে অপ্রতুলতার

কারণে, সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-এর মাঝে সংঘটিত ইজতিহাদ নির্ভর বিভেদগুলোর প্রকৃত মর্ম বুঝে উঠতে না পারা। ফলে তারা নিজেদের অজান্তে সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-এর মর্যাদাহানি করার মতো জঘণ্যতায় লিপ্ত হয়ে পড়ে। এই অবস্থাটা সৃষ্টি হয় মূলত সালাফে সালিহীনের নির্ধারিত একটি দীক্ষানীতি না মানার কারণে। তা হলো, "মানুষের কাছে শুধু সেসব বিষয় তুলে ধরা যা সে নিজের বিবেক দিয়ে বুঝার সক্ষমতা রাখে।"

যেমন ইমাম বুখারী (রা.) তাঁর সহীহ গ্রন্থে 'ইলম অধ্যায়ে একটি পরিচ্ছেদ করেছেন, بَابُ مَنْ خَصَّ بِالعِلْمِ قَوْمًا دُونَ قَوْمٍ، كَرَاهِيَةَ أَنْ لاَ يَفْهَمُوا "বুঝতে না পারার আশঙ্কায় 'ইলম শিক্ষায় কোন এক কওম বাদ দিয়ে আর এক কওম বেছে নেওয়া (আল-বুখারী ১ : ৫)" একারণে 'আলী (রা.) বলেন, "حَدِّثُوا النَّاسَ، بِمَا يَعْرِفُونَ أَتُحِبُّونَ أَنْ يُكَذَّبَ، اللَّهُ وَرَسُولُهُ" মানুষের কাছে সেই ধরনের কথা বল, যা তারা বুঝতে পারে। তোমরা কি পছন্দ কর যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর প্রতি মিথ্যা আরোপ করা হোক? (আল-বুখারী ১ : ৫৯/১২৭)। ইবন হাজর আসকালনী (র). "ফাতহুল বারীতে" এই হাদীছের টীকায় বলেছেন, "এর মধ্যে একথার প্রমাণ রয়েছে যে, অস্পষ্ট বিষয়গুলো সাধারণ মানুষের সামনে আলোচনা করা যাবে না (ইবন হাজার *ফাতহুল বারী* ১ : ২২৫)।" এরকম ইবন মাস'ঊদ (রা.)-এর একটি উক্তি পাওয়া যায়, 'আব্দুল্লাহ্ ইবন মাস'ঊদ (রা.) বলেন, "مَا أَنْتَ بِمُحَدِّثٍ قَوْمًا حَدِيثًا لَا تَبْلُغُهُ عُقُولُهُمْ، إِلَّا كَانَ لِبَعْضِهِمْ فِتْنَةً". "তুমি কোন সম্প্রদায়ের নিকট এমন হাদীছ বর্ণনা করবে না যা তাদের জ্ঞান-বুদ্ধির ধারণক্ষমতার বাইরে। ফলে এ বক্তব্যের কারণে তাদের অনেকের ফিৎনায় পড়ার আশঙ্কা রয়েছে (মুসলিম ১ : ১১/৫)।"

দুই. সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-এর মাঝে সংঘটিত পারস্পরিক দ্বন্দ্বগুলো নিয়ে যদি কখনো আলোচনার প্রয়োজন পড়ে, তাহলে অবশ্যই এ ব্যাপারে বর্ণিত সকল বর্ণনাকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাচাই-বাচাই করতে হবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ "হে মু'মিনগণ! যদি কোন পাপাচারী তোমাদের নিকট কোন বার্তা আনয়ন করে, তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখিবে, পাছে অজ্ঞতাবশত তোমরা কোন সম্প্রদায়কে ক্ষতিগ্রস্ত করে বস এবং পরে তোমাদের কৃতকর্মের জন্য তোমাদেরকে অনুতপ্ত হতে হয়" (সূরাতুল হুজুরাত, ৪৯ : ৬)।

এই আয়াতের মধ্যে মু'মিনদেরকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে, যেন তারা ফাসিকদের মাধ্যমে প্রাপ্ত সংবাদের ব্যাপারে ভাল করে যাচাই করে নেই। যাতে কোন মিথ্যা-সংবাদ অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করে পরে লজ্জিত হতে না হয়। সুতরাং এই উম্মতের শ্রেষ্ঠমনীষী যারা, -সাহাবায়ে কিরাম (রা.)- তাঁদের ব্যাপারে কোন সংবাদ বর্ণিত হলে সেটার যাচাই-বাচাই করা আরো বেশি আবশ্যক নয় কি?! বিশেষভাবে যখন জানা যাবে, এই প্রকারের বর্ণনাগুলোতে মিথ্যা এবং বিকৃতির অনুপ্রবেশ ঘটেছে। আর সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-এর সুস্পষ্ট ত্রুটিসম্বলিত বর্ণনাগুলোর বেশিরভাগ বর্ণনাই এ প্রকারের অন্তর্ভুক্ত (ইবন তায়মিয়্যা *মিনহাজুস সুন্নাহ্ আন-নাবাবিয়্যাহ্* ১ : ৫৮-৫৯)। এই কারণে সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-এর মর্যাদাবলি আর গুণাবলিতে বর্ণিত মুতাওয়াতির পর্যায়ের বর্ণনাগুলো এমন কিছু বর্ণনার দ্বারা প্রতিহত করা যায় না, যেগুলোর কিছু বিচ্ছিন্ন আর কিছু বিকৃত। কারণ, সুদৃঢ় জ্ঞান কোন সংশয়ের মাধ্যমে দূর হয়ে যায় না। আর আমরা সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-এর মর্যাদার ব্যাপারে বর্ণনাগুলোকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেছি। সুতরাং কোন সন্দেহজনক বিষয় দিয়ে এতে চিড় ধরানো যাবে না। ভ্রান্ত বিষয় দিয়ে তো দূরের কথা (প্রাগুক্ত ৬ : ১৯৫)।

তিন. আর যদি বর্ণনাটি ন্যায়সঙ্গতভাবে যাচাই-বাচাইয়ের মানদণ্ডে শুদ্ধ হিসেবে সাব্যস্ত হয় এবং এর বাহ্যিক অর্থটিতে সমালোচনা প্রকাশ পায়, তাহলে তা থেকে তাঁদেরকে বের করার জন্য কোন সুন্দর অজুহাত বা ব্যাখ্যা খুঁজে বের করা হবে। আর ইবন দাকীকুল 'ঈদ (র.) বলেছেন, "সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-এর পরস্পর বিভেদের ক্ষেত্রে যা কিছু বর্ণিত পাওয়া যায়, এর কিছু অংশ একদম মিথ্যা। এগুলোর দিকে দৃষ্টিপাতও করার দরকার নেই।

আর কিছু সত্য সংবাদ। সেগুলোর ব্যাপারে আমরা সুন্দর কোন ব্যাখ্যার আশ্রয় গ্রহণ করব। কেননা, তাঁদের ব্যাপারে আগেই আল্লাহ্ তা'আলা প্রশংসা করে রেখেছেন। পরে যা কিছু এসেছে সবগুলোই কোন না কোন ব্যাখ্যার সম্ভাবনা রাখে। এরকম সম্ভাবনাময় বিষয় দিয়ে দৃঢ়ভাবে সাব্যস্ত কিছুর খণ্ডন করা যায় না (আল-'আজলান ৩৬০; আশ-শাহুয ১ : ১৭১)।" এটা তিনি বলেছেন সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-এর সমালোচনায় বর্ণিত অধিকাংশ বর্ণনার ব্যাপারে।

চার. আর সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-এর পারস্পরিক বিভেদের ক্ষেত্রে যে বর্ণনাগুলো বাছাই মানদণ্ডে সঠিক প্রমাণিত হয়ে এসেছে, সেগুলোর ক্ষেত্রে বলা যায়-এসব ব্যাপারে তারা ছিলেন ইজতিহাদকারী। কেননা, তখনকার সমস্যাগুলো ছিল খুব অস্পষ্ট। এসব কঠিন অস্পষ্টতার কারণে তাঁদের ব্যক্তিগত ইজতিহাদে বিভিন্ন বিরোধ পরিলক্ষিত হয়েছে। আর তারা মূলত তিনটি প্রকারে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিলেন,
(ক) এক প্রকারের কাছে ইজতিহাদের মাধ্যমে সঠিক মনে হয়েছে, সত্য এই দলের সাথে এবং বিপক্ষ দল হলো সরকারদ্রোহী। তাই তাঁদের বিশ্বাস অনুযায়ী আবশ্যক হয়ে গিয়েছে এই সত্যপন্থি দলের সাহায্যে এগিয়ে আসা এবং বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। আর তাঁরা এটাই করেছেন। এই বিশ্বাস পোষণকারীদের পক্ষে ন্যায়ের শাসকের পক্ষ হয়ে বিদ্রোহীদের বিপক্ষে যুদ্ধ করা থেকে পিছিয়ে পড়ার কোন বৈধতা ছিল না।

(খ) আরেক প্রকার এর সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁদের ইজতিহাদে মনে হয়েছে, সত্য বিপরীত দলের সাথে রয়েছে। তাই তাঁদের জন্য তাঁদেরকে সাহায্য করা এবং তাঁদের বিরোধীদেরকে প্রতিহত করা আবশ্যক হয়ে যায়।

(গ) তৃতীয় প্রকার হলো তাঁরা যাদের কাছে সমস্যাগুলো খুব জটিল হয়ে দেখা দিয়েছিল এবং তাঁরা সেগুলোর ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছা অসম্ভব হয়ে গিয়েছিল। কোন এক দলকে প্রাধান্য দেয়ার মত কোন দিক তাঁরা খুঁজে পেল না। ফলে দুদল থেকেই তাঁরা বিচ্ছিন্ন থাকলেন। আর এটাই তাঁদের উপর আবশ্যক ছিল। কারণ, কোন মুসলমানের বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে তরবারি উঠানো কিছুতেই বৈধ হতে পারে না (আন্-নববী ১৬ : ১৪৯)।

সুতরাং এই যুদ্ধগুলো অবশ্যই ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে। কারণ প্রত্যেক দলের ব্যাপারে একেকটা সংশয় ছিল যার কারণে নিজেদেরকে সঠিক বলে বিশ্বাস হচ্ছিল। আর এই কারণে তাঁদেরকে ন্যায়পরায়ণতার গণ্ডি থেকে বের করে দেয় না। বরং তাঁদের প্রত্যেকের ব্যাপারে ফিকহী মাস'আলায় ইজতিহাদকারীর যে বিধান তা বর্তাবে। তাঁদের কারো কোন গুনাহ্ হবে না। তাঁদের কারো একটি আর কারো দুটি করে প্রতিদান প্রাপ্য হবে। আর আমাদের জন্য এটা জেনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-এর মাঝে সংঘটিত যুদ্ধগুলো কিন্তু নেতৃত্বের দাবিতে হয়নি। জামাল এবং সিফ্ফীনের যুদ্ধারা আলী (রা.) ছাড়া অন্য কাউকে নেতা বানানোর জন্য যুদ্ধ করেননি। অধিকাংশ আলিমের মতে এই যুদ্ধগুলোর কারণ ছিল উছমান (রা.) হত্যাকারীদের থেকে কিসাস কীভাবে নেয়া হবে সে ব্যাপারে তাঁদের ব্যাক্তিগত ইজতিহাদের কারণে সৃষ্ট বিশৃঙ্খলা। ধর্মীয় কোন মূলনীতির উপর ভিত্তি করে অর্থাৎ ধর্মের মূল ভিত্তিগুলোতে কোন ফাটল সৃষ্টি হওয়ার কারণে এ যুদ্ধগুলো হয়নি (ইবন হাজার *ফাতহুল বারী* ১৩ : ৫৬)।

উমার ইবন শাবাহ্ (র.) বলেন, "কোন ঐতিহাসিক এটা বর্ণনা করেননি যে, 'আয়িশা (রা.) এবং তার সাথে যারা ছিলেন তারা খিলাফতের ব্যাপারে আলী (রা.)-এর বিরোধিতা করেছিলেন আর না তারা অন্য কাউকে খলীফা বানানোর দাবি তুলেছেন। তাঁরা বরং উছমান (রা.)-এর হত্যাকরীদের বিরুদ্ধে আলী (রা.)-এর যুদ্ধ না করা এবং তাদের থেকে কিসাস নেওয়া থেকে বিরত থাকার বিরোধিতা করেছিলেন (প্রাগুক্ত; আয-যাহাবী ৩ : ১৪০)।" এই বর্ণনার পক্ষে আরো দৃঢ় প্রমাণ পাওয়া যায় ইবন কাছীর (র.)-এর এই কথায়, "আবূ মুসলিম খাওলানী (র.) কয়েকজন লোকের সাথে মু'আবিয়া (রা.)-এর কাছে এসে বললেন, 'আচ্ছা, আপনি কি আলী (রা.)-এর বিরোধিতা করছেন না আপনি তার মত (মর্যাদাবান, এটা বলতে চাচ্ছেন?)' তখন মু'আবিয়া (রা.) বললেন, "আল্লাহ্র কসম!

আমি অবশ্যই বিশ্বাস করি যে, তিনি আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং তিনি আমার চেয়ে বেশি খিলাফতের হকদার। কিন্তু তোমরা কি জানো না, উছমান (রা.)-কে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়েছে। আর আমি হলাম তার ফুফাত ভাই এবং তার রক্তপণের দাবিদার। তোমরা তার কাছে গিয়ে বলো, তিনি যেন উছমান (রা.)-এর হত্যাকারীদেরকে আমার হাতে তুলে দেন। তাহলে আমি তার আনুগত্য মেনে নেব।" তখন তারা আলীর (রা.)-এর কাছে এসে এ ব্যাপারে আলোচনা করলেন। কিন্তু তিনি তার হত্যাকারীদের তুলে দিতে পারলেন না (ইবন কাছীর *আল-বিদায়াহ্ ওয়ান নিহায়াহ্* ৮ : ১২৯; ইবন হাজার *ফাতহুল বারী* ১৩ :৮৬)।" অন্য বর্ণনায় এসেছে, "এরপরই সিরিয়াবাসী মু'আবিয়া (রা.)-এর সাথে আলী (রা.)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করল (ইবন কাছীর *আল-বিদায়াহ্ ওয়ান নিহায়াহ্* ৮ : ১২৯; ইবন তায়মিয়্যা *মিনহাজুস সুন্নাহ্ আন-নাবাবিয়্যাহ্* ১ : ৫৪৬)।"

অনুরূপভাবে অধিকাংশ সাহাবী এবং বেশিরভাগ বড় বড় সাহাবী (রা.) এই বিশৃঙ্খলায় অন্তর্ভুক্ত হননি। ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র.)-এর পুত্র আব্দুল্লাহ (র.) বলেন, আমার আব্বা ইসমাঈল ইবন উলয়াহ্ (র.) থেকে, তিনি আইয়ূব আস-সাখতিয়ানী (র.) থেকে আর তিনি মুহাম্মদ ইবন সীরীন (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন, «هَاجَتِ الْفِتْنَةُ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَةُ آلَافٍ، فَمَا حَضَرَ فِيهَا مِائَةٌ، بَلْ لَمْ يَبْلُغُوا ثَلَاثِينَ» "বিশৃংখলা মাথাছাড়া দিয়ে উঠল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবী বর্তমান ছিলেন প্রায় দশ হাজারের মত। তাঁদের এক শত জনও সেখানে উপস্থিত হননি। এমনকি উপস্থিত হওয়া সাহাবীদের সংখ্যা ত্রিশের বেশি হবে না (আল-খাল্লাল ২ : ৪৬৬/৭২৮)। ইবন তায়মিয়্যা (র.) বলেন, "এই সনদটি হলো পৃথিবীর বুকে সবচেয়ে বিশুদ্ধ সনদ। মুহাম্মদ ইবন সীরীন (র.) হলেন সেই সময়ে ঐ ভূখণ্ডের সবচেয়ে বেশি আল্লাহ্ভীরু ব্যক্তি। আর তার বর্ণিত মুরসাল হাদীছগুলো হলো সবচেয়ে বিশুদ্ধ মুরসালগুলোর অন্তর্ভুক্ত (ইবন তায়মিয়্যা *মিনহাজুস সুন্নাহ্ আন-নাবাবিয়্যাহ্*, ৬ : ২৩৬-২৩৭; আল-'আওয়াজী ১৫৪)।"

পাঁচ. সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-এর মাঝে সংঘটিত বিশৃংখলাগুলোর ব্যাপারে একজন মুসলমানের জেনে রাখা উচিৎ, এগুলো তাঁদের একান্ত ইজতিহাদের কারণে হওয়া এবং সেগুলোতে বিভিন্ন ব্যাখ্যার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও তারা নিজেরাই এসব কর্মের জন্য খুব বেশি দুঃখ পেয়েছিলেন, লজ্জিত হয়েছিলেন এবং আফসোস করেছিলেন। বরং তারা নিজেরাও চিন্তা করেননি যে, বিষয়টা এতটুকুতে গড়াবে! তাঁদের অনেকে নিজের ভাইয়ের মৃত্যুসংবাদ শুনে খুব বেশি মর্মাহত হয়েছিলেন। এমনকি অনেকে তো এটা যুদ্ধ পর্যন্ত গড়াবে, কখনো কল্পনাই করেননি! তাঁদের এরকম আফসোসের কিছু উদ্ধৃতি এখানে পেশ করছি,

(ক) ইমাম যুহরী (র.) বর্ণনা করেছেন, উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশা (রা.) বলেন, إِنَّمَا أُرِيدُ أَنْ يَحْجِزَ بَيْنَ النَّاسِ مَكَانِي قَالَتْ: وَلَمْ أَحْسِبْ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ النَّاسِ قِتَالٌ، وَلَوْ عَلِمْتُ ذَلِكَ لَمْ أَقِفْ ذَلِكَ الْمَوْقِفَ أَبَدًا "আমি চেয়েছিলাম, লোকদের মাঝে আমার অবস্থানটাকে পৃথক রাখতে। আমি কখনো ধারণাও করিনি যে, লোকদের মধ্যে যুদ্ধ বেধে যাবে। আমি যদি সেটা জানতাম, তাহলে আমি কখনো সেই অবস্থান গ্রহণ করতাম না (আস-সান'আনী ৫ : ৪৫২/৯৭৭০; আয-যাহাবী ২ : ১৭৭)।" আর তিনি কুরআন শরীফের এই আয়াত إِذَا قَرَأَتْ: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوْتِكُنَّ﴾ بَكَتْ حَتَّى تَبُلَّ خِمَارَهَا "আর তোমরা স্বগৃহে অবস্থান করিবে" (সূরাতুল আহযাব, ৩৩ : ৩৩)-টি যখনই তিলাওয়াত করতেন, এমন অঝোর ধারায় কান্না করতেন যে, তাঁর উড়না ভিজে যেত (আয-যাহাবী *সিয়ারু 'আ'লামিন নুবালা'* ২ : ১৭৭; ইবন সা'আদ ৮ : ৮১)।"

(খ) আর আমীরুল মু'মিনীন আলী (রা.)–এর ব্যাপারে ইমাম শা'বী (র.) বলেন, "যখন তালহা (রা.) নিহত হলেন এবং তাঁর মৃতদেহ আলী (রা.) দেখলেন, তখন তিনি তাঁর কপাল থেকে মাটি মুছে দিতে দিতে বলছিলেন, "হে আবূ মুহাম্মদ (রা.)! আকাশের তারকারাজির নীচে তোমাকে ঝগড়ার ভূপাতিত দেখতে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে।

আমার সকল দুঃখ-যন্ত্রণার অভিযোগ আমি আল্লাহ্ তা'আলার কাছে পেশ করছি। তিনি এবং তাঁর সঙ্গীগণ তালহা (রা.)-এর জন্য খুব কান্না করলেন এবং তিনি বলেছিলেন, يا ليتني مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة হায়, আমি যদি এ দিন দেখার বিশ বছর আগে মারা যেতাম! (কত না ভাল হতো!) (আয-যাহাবী ১ : ৩৭-৩৬; ইবনুল আছীর *'উস্‌দুল গাবাহ্* ১ : ৫৪৫)।" তিনি তার পুত্র হাসান (রা.)-কে বলতেন, " يَا حَسَنُ يَا حَسَنُ مَا ظَنَّ أَبُوكَ أَنَّ الْأَمْرَ يَبْلُغُ إِلَى هَذَا، وَدَّ أَبُوكَ لَوْ مَاتَ قَبْلَ هَذَا بِعِشْرِينَ سَنَةً ". "হে হাসান! হে হাসান! তোমার বাবা কখনো ধারণাই করেনি যে বিষয়টা এতদূর গড়াবে! তোমার বাবা আকাঙ্ক্ষা করেছে, যদি সে এ ঘটনার আরো বিশ বছর আগে মারা যেত (ইবন তায়মিয়্যা ৬ : ২০৯; ইবন সা'আদ ৫ : ৫৫)।" এভাবে আলী (রা.) সিফ্‌ফীন যুদ্ধের রাত্রিগুলোতে বলতেন, " لِلَّهِ دَرُّ مَقَامٍ قَامَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَسَعْدُ بْنُ مَالِكٍ؛ إِنْ كَانَ بِرًّا إِنَّ أَجْرَهُ لَعَظِيمٌ، وَإِنْ كَانَ إِثْمًا إِنَّ خَطَرَهُ لَيَسِيرٌ " "আব্দুল্লাহ্ ইবন উমার (রা.) আর সা'দ ইবন মালিক (রা.) কতই না ভাল কাজ করেছে! (তারা এসব থেকে বিচ্ছিন্নদের মধ্যে ছিল) তাঁদের কাজটা ছাওয়াবের হলে এর প্রতিদান অনেক বড় হবে। আর যদি গুনাহের কাজ হয় তাহলেও এর বিপদ অনেক সহজ হবে (ইবন তায়মিয়্যা *মিনহাজুস সুন্নাহ্ আন-নাবাবিয়্যাহ্* ৬ : ২০৯)।" এগুলো ছিল আমীরুল মু'মিনীন আলী (রা.)-এর অনুশোচনামূলক বক্তব্য। অথচ আহ্‌লুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আলিমগণের মন্তব্য হলো, ইজতিহাদের ক্ষেত্রে আলী (রা.) ছিলেন সত্যের অধিক নিকটবর্তী! (আত-তাবারী ৪ : ৪৭৬; ইবন তায়মিয়্যা *মিনহাজুস সুন্নাহ্ আন-নাবাবিয়্যাহ্* ৪ : ৪৪৮)।

(গ) যুবায়র ইবনুল 'আওয়াম (রা.) -তিনি ছিলেন যুদ্ধে 'আয়িশা (রা.)-এর পাশে অংশগ্রহণকারীদের একজন- বলেন, "নিঃসন্দেহে এটাই ছিল ফিৎনা/ বিশৃঙ্খলা, যার ব্যাপারে আমরা এখন আলোচনা করছি।" তখন তাঁর গোলাম তাঁকে বলল, আপনি এটাকে ফিৎনা বলছেন, অথচ আপনি নিজেই এতে যুদ্ধ করেছিলেন?! তিনি বললেন, "আফসোস তোমার জন্য! আসলে তখন অবস্থাটা আমাদেরকে যেমন দেখানো হচ্ছিল তেমন বুঝছিলাম। আমরা নিজেরা কিছু দেখার সুযোগ পাচ্ছিলাম না। এ বিষয়টি ছাড়া এমন কোন বিষয় নেই যেটাতে আমি সম্পৃক্ত ছিলাম অথচ আমি জানতাম না যে, আমি সেদিকে অগ্রসর হচ্ছি নাকি সেখান থেকে পিছে হটছি?! (আত-তাবারী ৪ : ৪৭৬)।"

(ঘ) মু'আবিয়া (রা.)-কে দেখুন। যখন তাঁর কাছে আলীর (রা.) মৃত্যু-সংবাদ পৌঁছল, তখন তিনি বসে পড়লেন এবং "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিঊন" বলে কাঁদতে লাগলেন। এটা দেখে তার স্ত্রী বললেন, গতকাল আপনি তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। আর আজকে তাঁর জন্য কাঁদছেন?! উত্তরে তিনি বললেন, وَيْحَكَ! إِنَّمَا أَبْكِي لِمَا فَقَدَ النَّاسُ مِنْ حِلْمِهِ وَعِلْمِهِ وَفَضْلِهِ وَسَوَابِقِهِ وَخَيْرِهِ. "আফসোস তোমার জন্য! তুমি জানো না, আলী (রা.)-এর মৃত্যুর মাধ্যমে মানুষ কত কিছু থেকে আজ বঞ্চিত হয়ে পড়েছে। তার সহিষ্ণুতা, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, অনুগ্রহ, কল্যাণ এবং পূর্বদৃষ্টান্ত মানুষ আর পাবে কোথায়?! (ইবন কাছীর *আল-বিদায়াহ্ ওয়ান নিহায়াহ্* ১১ : ১২৯)।"

এখন বলুন, এতসব উদ্ধৃতি পাওয়ার পর কীভাবে সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-কে দোষারোপ করা যায়? তাও এমন বিষয়ে যা ছিল সকলের কাছে অস্পষ্ট এবং দ্বিধাপূর্ণ! তারা সেসব বিষয়ে ইজতিহাদ করেছিলেন। যারা সঠিক, তাঁদের জন্য দুটি এবং যারা ইজতিহাদী ভুল, তাঁদের জন্য একটি করে ছাওয়াব লিখিত হবে। এরপর যা হয়েছে তার জন্য তাঁরা আবার পরে লজ্জিত হয়ে তাওবা করেছেন। নবী করীম ﷺ বলেছেন, لَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةِ فِي نَفْسِهِ، وَمَالِهِ، وَفِي وَلَدِهِ، حَتَّى يَلْقَى اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَمَا عَلَيْهِ مِنْ خَطِيئَةٍ "মু'মিন নর-নারী আজীবন বিপদাপদে আক্রান্ত হতে থাকবে, নিজ শরীরে, সম্পদে এবং সন্তান-সন্ততীতে (এবং এর মাধ্যমে গুনাহ্ মাফ হয়ে মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে)। শেষ পর্যন্ত যাতে দুনিয়াতে তার কোন গুনাহ্ই বাকি না থাকা অবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলার সাথে সাক্ষাত ঘটবে (আত-তিরমিযী ৪ : ৬০২/২৩৯৯; আল-বায়হাকী ৩ : ৫২৪/৬৫৪৩)।"

ছয়. সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-এর ব্যাপারে আহ্‌লুস সুন্নাহ্ ওয়াল জামা'আতের আকীদা

আহ্‌লুস সুন্নাহ্ ওয়াল জামা'আত সকলে এই বিষয়ে 'ইজমা' তথা একমত যে, সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-এর মধ্যে পারস্পরিক সংঘটিত ঘটনা এবং তাঁদের ত্রুটি-বিচ্যুতির ব্যাপারে চুপ থাকা, সমালোচনা থেকে বিরত থাকা। তাঁদের মধ্যে সংঘটিত ঘটনার ব্যাপারে বেশি অনুসন্ধান না করা এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচার না করা। কারণ এর মাধ্যমে ফিৎনা বৃদ্ধি পাবে, শত্রুতা সৃষ্টি হবে এবং দুর্বল ঈমানদারদের মধ্যে খারাপ ধারণা চলে আসবে। একজন খাঁটি মুসলমানের উচিত সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-এর মধ্যে সংঘটিত ঘটনার ব্যাপারে সফল দল তথা আহ্‌লুস সুন্নাহ্ ওয়াল জামা'আতের আকীদার উপর অটল থাকা। বড় বড় ইমামগণ এই বিষয়ে অনেক সুন্দর বক্তব্য প্রদান করেছেন। যেমন, **'উমার ইবন 'আব্দিল আযীয (রা.)**-কে সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-এর মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি (রা.) বলেন, تلك دماء طهر الله يدي منها أفلا أطهر منها لساني، مثل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل العيون، ودواء العيون ترك مسها" "সেই সময়কার রক্তপাত থেকে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের হাতকে পবিত্র রেখেছেন। সুতরাং এ থেকে আমাদের জিহ্‌বাকে আমরা পবিত্র রাখবো না!? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবায়ে কিরাম (রা.) হলেন চক্ষুর ন্যায়। আর চক্ষুর চিকিৎসা হলা স্পর্শ করাকে পরিত্যাগ করা (আয়িদ ২ : ৭৩২)।"

হাসান আল-বাসারী (রা.)-কে সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-এর মধ্যকার সংঘটিত যুদ্ধ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি (র.) বলেন, قِتَالٌ شَهِدَهُ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغِبْنَا، وَعَلِمُوا وَجَهِلْنَا، وَاجْتَمَعُوا فَاتَّبَعْنَا، وَاخْتَلَفُوا فَوَقَفْنَا. "(সেগুলো) এমন যুদ্ধ যাতে মুহাম্মদ ﷺ-এর সাহাবীরা (রা.) অংশগ্রহণ করেছেন এবং আমরা অনুপস্থিত ছিলাম, তাঁরা জেনেছেন এবং আমরা অজ্ঞ ছিলাম, তাঁরা একত্রিত হয়েছেন অতঃপর আমরা তাঁদের অনুসরণ করেছি এবং তাঁরা মতানৈক্য করেছেন আমরা এই ব্যাপারে চুপ রয়েছি (আল-কুরতুবী ১৬ : ৩২২)।" সালাফে সালিহীন [সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-এর] প্রথম ফিৎনার ব্যাপারে চুপ থাকাই শ্রেয় বলেছেন। তারা বলেছেন, تِلْكَ دِمَاءٌ طَهَّرَ اللَّه عَنْهَا أَيْدِينَا، فَلا نُلَوِّثُ بِهَا أَلْسِنَتَنَا. "সেগুলো এমন রক্তপাত ছিল, যা থেকে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের হাতকে পবিত্র রেখেছেন। সুতরাং এর সাথে আমাদের জিহ্‌বাকে মলিন করবো না (আল-বাগাভী ১৪ : ১৩৭; আল-আজীম আবাদী ১২ : ২৭৪)।"

ইমাম 'আহমদ (র.)-কে যখন প্রশ্ন কর হল, 'আলী (রা.) ও মু'আবিয়া (রা.)-এর মধ্যকার সংঘটিত ঘটনার ব্যাপারে আপনার মতামত কি? তখন তিনি (র.) বলেন, ما أقول فيهم إلا الحسنى "আমি তাঁদের ব্যাপারে কেবল ভালই বলি (আয়িদ ২ : ৭৩২)।" **আহ্‌লুস সুন্নাহ্ ওয়াল জামা'আতের** ইমামদের কাউকে জিজ্ঞেস করা হল, সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-এর মধ্যে সংঘটিত রক্তপাতের ব্যাপারে আপনার মত কি? তখন তিনি (র.) বললেন, ﴿تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَها مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلا تُسْئَلُونَ عَمَّا كانُوا يَعْمَلُونَ﴾ "সেই ছিল এক উম্মত তা অতীত হয়েছে। তারা যা অর্জন করেছে তা তাদের। তোমরা যা অর্জন কর তা তোমাদের। তারা যা করত সে সম্বন্ধে তোমাদেরকে কোন প্রশ্ন করা হবে না" (সূরাতুল বাকারা, ২ : ১৩৪)।

ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন, কোন সাহাবী (রা.)-এর প্রতি তিনি নিশ্চিত ভুল করেছেন মর্মে উপস্থাপন করা বৈধ নয়; যেহেতু তাঁরা তাঁদের প্রতিটি কর্ম ইজতিহাদের ভিত্তিতে সম্পাদন করছেন। সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-এর মধ্যে সংঘটিত বিষয়ে নিরব থাকা হলো 'ইবাদত এবং সাহাবাদের সম্মানার্থে সর্বাবস্থায় তাঁদেরকে উত্তম পন্থায় স্মরণ করা। হাদীছে নবী করীম ﷺ তাঁদেরকে গালিগালাজ করতে নিষেধ করেছেন (আল-বুখারী ৩ : ১৩৪৩/৩৪৭০; মুসলিম ৪ : ১৯৬৭/২৪৪০; আশ-শায়বানী *মুসনাদু 'আহমদ* ১৭ : ১৩৮/১১০৭৯)। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং তাঁদের ব্যাপারে সন্তুষ্টিও প্রকাশ করেছেন (আল-কুরতুবী ১৬ : ৩২১)।

ইবন তায়মিয়্যা (র.) বলেন, সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-এর মধ্যে সংঘটিত ঘটনার ব্যাপার আহ্‌লুস সুন্নাহ্ ওয়াল জামা'আতের আকীদা হলো, তারা সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-এর মধ্যকার বিষয়সমূহের ব্যাপারে চুপ থাকেন ও নিরবতা পালন করেন এবং তারা বলেন, তাঁদের বদনাম ও কুৎসায় যে সমস্ত হাদীছ বর্ণিত হয়েছে এর কিছু হাদীছ সম্পূর্ণ জাল ও মিথ্যা, আবার কিছু হাদীছে কম-বেশি করে উল্টোভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। মূলত বিশুদ্ধ মত হলো, সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-এ ব্যাপারে মা'যূর। হয়ত ইজতিহাদ করে সঠিকতায় পৌঁছেছেন ছওয়াব দ্বিগুণ পাবেন কিংবা মুজতাহিদ ভুল করতে পারেন। এতেও ছওয়াব রয়েছে। এতদসত্ত্বেও তাঁরা এ কথা বিশ্বাস করে যে, সাহাবায়ে কিরাম (রা.) গোনাহ্ থেকে নিষ্পাপ নয়; বরং তাঁদের মাধ্যমে বাহ্যিকভাবে গোনাহ্ হতেও পারে। তবে তাঁদের পূর্ববতী ভাল আমলসমূহ এবং মহা ফজীলতের কারণে যদি ভুলবশত গোনাহ্ হয়েও যায় তাহলে তা আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমা করে দেন (হারাস ১ : ২৪৯)।

বিজ্ঞ উলামায়ে কিরাম (র.)-এর আলোচনার ফলাফল হলো, আহ্‌লুস সুন্নাহ্ ওয়া জামা'আতের আকীদা হলো, বিজ্ঞ আলিম ও ফকীহ্‌গণ সকলেই একমত যে, সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-এর মধ্যে সংঘটিত ঘটনার ব্যাপারে চুপ থাকা ও নিরবতা পালন করতে হবে। আর তাঁদের মধ্যকার বিষয় নিয়ে বেশি ঘাটাঘাটি না করা এবং এগুলো প্রচারও না করা, সাধারণ জনগণের মধ্যে এ বিষয় নিয়ে আলোচনা না করা। হাফিজ যাহাবী (র.) বলেন, "সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-এর মধ্যে সংঘটিত ঘটনা ও মতানৈক্যের ব্যাপারে বিধি হলো, এগুলো গোপন করে রাখা বরং সাধারণ মানুষের সামনে তো গোপন করে রাখা ওয়াজিব (আয-যাহাবী ১০ : ৯২)।"

পাশাপাশি সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-এর মধ্যকার দ্বন্দ্ব ও বিবাদের হাদীছসমূহ প্রচারের নেতিবাচক দিক হলো, এর মাধ্যমে সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-এর ব্যাপারে মুসলমানদের খারাপ ধারণা সৃষ্টি হবে এবং তাঁদের ব্যাপারে অন্তরের স্বচ্ছতা বিয়োগ হয়ে যাবে। যা দা'ওয়াতের হিকমতের বিপরীতও বটে। সালাফে সালিহীনের নীতি হলো, সাহাবায়ে কিরাম ﷺ-এর মধ্যে সংঘটিত বিষয়ে নিরবতা অবলম্বনের পথ গ্রহণ করা। 'আওয়াম ইবন হাওশাব (র.)-এই নীতিকে ব্যাখ্যা করে বলেন, أَدْرَكْتُ صَدْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَقُولُونَ: اذْكُرُوا مَحَاسِنَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَأْلَّفَ عَلَيْهِمُ الْقُلُوبُ، وَلَا تَذْكُرُوا مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ فَتُجَسِّرُوا النَّاسَ عَلَيْهِمْ. "এ উম্মতের প্রথম সারির লোকদের সাহচর্য আমি পেয়েছি, তাঁরা একে অপরকে বলেছেন, তোমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবীদের (রা.) গুণাবলি বর্ণনা কর, যাতে তাঁদের উপর (উম্মতের) অন্তরসমূহ জমে যায় এবং তাঁদের পরস্পরের মধ্যে সংঘটিত ঘটনার আলোচনা করবে না, অন্যথায় মানুষ তাঁদের ব্যাপারে উত্তেজিত উয়ে উঠবে (আল-কুরতুবী ১৮ : ৩৩)।"

ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ﴿يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ﴾ "তারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রণী আমাদের ভ্রাতাগণকে ক্ষমা কর" (সূরাতুল হাশর, ৫৯ : ১০)-এর ব্যাখ্যায় দুটি মতামত রয়েছে,

এক. এই উম্মতের আহলে কিতাব মু'মিনদের যারা চলে গেছেন তাঁদের জন্য ইস্তিগফার করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। 'আয়িশা (রা.) বলেন, فَأُمِرُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لَهُمْ فَسَبُّوهُمْ. "তাঁদের জন্য ইস্তিগফারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তারা তাঁদেরকে গালিগালাজ করছে।"

দুই. পূর্ববর্তী প্রথম সারির মুহাজির ও আনসারদের জন্য ইস্তিগফারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইবন 'আব্বাস (রা.) বলেন, أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِالِاسْتِغْفَارِ لِأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ سَيُفْتَنُونَ. "আল্লাহ্ তা'আলা মুহাম্মদ ﷺ-এর সাহাবীদের জন্য ইস্তিগফারের নির্দেশ দিয়েছেন। অথচ তিনি তাঁরা যে অচিরেই ফিৎনা সৃষ্টি করবেন সে সম্পর্কে অবগত রয়েছেন।" 'আয়িশা (রা.) বলেন, তোমাদেরকে মুহাম্মদ ﷺ-এর সাহাবীদের জন্য ইস্তিগফারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, অথচ তোমরা তাঁদের গালিগালাজ করছো। আমি নবী করীম ﷺ-কে

বলতে শুনেছি, لَا تَذْهَبُ هَذِهِ الْأُمَّةُ حَتَّى يلْعَنَ آخِرُهَا أَوَّلَهَا “এই উম্মত ধ্বংস হবে না, যে পর্যন্ত এই উম্মতের শেষ অংশ প্রথম অংশকে অভিশাপ দিবে না।” ইবন ‘উমার (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি ﷺ বলেন, إِذَا رَأَيتُمُ الَّذِينَ يَسُبُّونَ أَصْحَابِي فقُولُوا لَعَنَ اللَّهُ أَشَرَّكُمْ “যখন তোমরা ঐ সমস্ত লোকদের দেখবে, যারা আমার সাহাবায়ে কিরাম (রা.)–কে গালিগালাজ করছে, তখন তোমরা বল, তোমাদের মধ্যে অধিক নিকৃষ্ট ব্যক্তির উপর অভিশাপ নিপতিত হোক (প্রাগুক্ত ১৮ : ৩৩)।”

ইমাম আবূ বকর আজুর্‌রী (র.)-সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-এর মধ্যকার সংঘটিত ঘটনায় নিরবতা অবলম্বন করার বিষয়ে একটি সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন যা আহ্‌লুস সুন্নাহ্ ওয়াল জামা‘আতের আকীদার বিরবণ, তা হলো, “রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবায়ে কিরাম (রা.) এবং আহলি বায়ত সম্পর্কে ফজীলতের হাদীছ সম্পর্কে গবেষণাকারীর উচিত যে, তাঁদেরকে ভালবাসা, তাঁদের প্রতি দয়া করা, তাঁদের জন্য ইস্তিগফার করা এবং আল্লাহ্ তা‘আলার নিকট তাঁদের নৈকট্যতার জন্য দু‘আ করা। তাঁদের মধ্যকার ঘটনার আলোচনা না করা। তাঁদের দোষত্রুটি খোঁজে খোঁজে বের করার চেষ্টা থেকে বিরত থাকা। কেননা তাঁরা হলেন, জান্নাতবাসী, তাঁদের উপরই কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে, তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে স্বচক্ষে দেখেছেন, তাঁরই সাহচর্য পেয়েছেন, তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে যুদ্ধ করেছেন। তাঁদের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা‘আলার সন্তুষ্টি ও ক্ষমা এবং মহা প্রতিদানের ঘোষণা রয়েছে। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁদের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তাঁরা শ্রেষ্ঠ যুগের লোক। তাঁরা কুরআন ও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এবং সুন্নাত সম্পর্কে বেশি অবগত ছিলেন। যার কারণে আমাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তাঁদের জন্য ইস্তিগফার করার, তাঁদের প্রতি দয়াবান হওয়ার, তাঁদেরকে মুহাব্বত এবং আনুগত্য করার ব্যাপারে (আল-আজুর্‌রী ২৪৮৫)।”

উপসংহার

উপরোক্ত আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট হলো যে, আহ্‌লুস সুন্নাহ্ ওয়াল জামা‘আত এই কথা বিশ্বাস করে না যে, প্রত্যেক সাহাবী ছোট-বড় সকল গুনাহ্ থেকে মুক্ত, বরং তাঁদের থেকে গুনাহ্ সংঘটিত হওয়া সম্ভব তবে তাঁরা আল্লাহ্ তা‘আলার পক্ষ থেকে বিশেষ হেফাজতপ্রাপ্ত। কিন্তু তাঁদের অগ্রগামিতা ও ফজীলত এত উঁচু পর্যায়ের যে, এর দ্বারা তাঁদের গুনাহ্ ক্ষমা করে দেন। তাঁদের এই গুনাহ্ মাফ হওয়া হয়ত তওবার কারণে, অথবা অন্য কোন ভাল কাজের কারণে, অথবা তাঁদের অগ্রগামিতার কারণে, অথবা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর শাফা‘আতের কারণে, যে শাফা‘আতের তাঁরা সবচেয়ে বেশী হকদার। তাঁদের নিশ্চিত গুনাহের হুকুম যদি এই হয় তাহলে তাঁদের ইজতিহাদী বিষয়গুলির হুকুম কি হবে তা সহজেই অনুমেয়। সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-এর আদালতে বিশ্বাস করা তাঁদের নিষ্পাপ হওয়াকে আবশ্যক করে না। ‘আদালত হলো সঠিক দ্বীন ও সীরাত-চরিত্রে সঠিকতায় পৌঁছে অটল থাকা। এর দ্বারা খোদাভীরুতা ও মনুষ্যত্যের সন্নিবেশ ঘটে অন্তরে (আয়িদ ২ : ৭৯৭; ইবনুল আছীর *জামি‘উল ’উসূল ফী ’আহাদীছির রাসূল* ৭৪; আল-জাযাইরী *তাওজীহুন নাজর ইলা ’উসূলিল আছর* ১ : ৯৪)। এরপরও সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-এর দোষ বর্ণনা থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব। যেহেতু তাঁরা (রা.) সত্যের মাপকাঠি। যাতে সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-এর সমালোচনাকরীদের অন্তর্ভুক্ত না হয়ে যায়।

টিকা

(১) আল-মুদ্দ হলো, এক সা‘-এর চার ভাগের এক ভাগ। আর এক সা‘ পরিমাণ তিন কেজি তিনশত গ্রাম। (ইবনুল জাওযী, আব্দুর রহমান, *কাশফুল মুশকিল মিন হাদীছিস সাহীহায়ন*, খ. ৩ (রিয়াদঃ দারুল ওয়াতান, তাবি), পৃ. ১৫০; ইবনু বাত্তাল, *শারহু সাহীহিল বুখারী*, আলী ইবন খালফ, খ. ১ (রিয়াদঃ মাকতাবাতুর রুশদ, ২য় সং, ১৪২৩ হি/ ২০০৩ খ্রি), পৃ. ৩০২।)

তথ্যসূত্র

ড. 'আহমদ মুখতার, *মু'জামুল লুগাতিল 'আরাবিয়্যাহ আল-মু'আসিরাহ্*, বৈরূতঃ দারু' আলামিল কুতুব, ১৪২৯ হি।

আল-আলবানী, মুহাম্মদ নাসির উদ্দীন, *আস-সিলসিলাতুস সহীহা*, রিয়াদঃ মাকতাবাতুল মা'আরিফ, তাবি।

আল-'আওয়াজী, মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ, *মারবিয়াতুল ইমাম আয-যুহরী ফীল মাগাযী*, সৌদি আরবঃ মাক্তাবাতুল মাদীনাহ্ আর-রকমিয়্যাহ্, ১ম সং, ১৪২৫ হি।

আল-আজীম আবাদী, মুহাম্মদ শামসুল হক, *'আওনুল মা'বূদ ফী শারহি 'আবী দাঊদ*, বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ্, ২য় সং, ১৪১৫ হি।

আল-আজুর্‌রী, মুহাম্মদ ইবনুল হুসায়ন, *কিতাবুশ শরী'আহ্*, কায়রোঃ মাতবা'আতুল আনসার, ১৩৬৯ হি।

আয়িদ, নাসির ইবন 'আলী, *'আকীদাতু 'আহ্লিস সুন্নাহ্ ওয়াল জামা'আহ ফীস সাহাবাতিল কিরাম*, রিয়াদঃ মাকতাবাতুর রুশদ, ৩য় সং, ১৪২১ হি/ ২০০০ খ্রি।

আল-'আজলান, 'আব্দুল আজীজ, *'আসহাবু রাসূলিল্লাহ্ ওয়া মাজাহিবুন নাস ফীহিম*, তাবি।

আবূ জীব, সা'দী, *আল-কামূসুল ফিকহী*, দামেস্কঃ দারুল ফিকর, ২য় সং, ১৪০৮।

আল-আযদী, 'আলী, *আল-মুনজিদ ফীল লুগাহ্*, কায়রোঃ 'আলামুল কুতুব, ২য় সং, ১৯৮৮ খ্রি।

আবূ ইয়া'লা, মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ, *তাবাকাতুল হানাবিলাহ্*, বৈরূতঃ দারুল মা'রিফা, তাবি।

ইবন আবী আসিম, *আস-সুন্নাহ্*, বৈরূতঃ আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১ম সং, ১৪০০ হি।

ইবনুল আছীর, *জামি'উল 'উসূল ফী 'আহাদীছির রাসূল*, দামেস্কঃ মাকতাবাতুল হালওয়ানী, ১ম সং, ১৩৮৯ হি।

ইবনুল আছীর, আলী ইবন মুহাম্মদ, *'উস্‌দুল গাবাহ্ ফী মা'রিফাতিস সাহাবাহ্*, বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ্, ১ম সং, ১৪১৫ হি।

ইবন আবীল 'ইয্য, মুহাম্মদ, *শারহুল আকীদাতিত তাহাবিয়্যাহ্*, সৌদি আরব; ওযারাতুশ শুঊনিল 'ইসলামিয়্যাহ্, ১ম সং, ১৪১৮ হি।

ইবন কাছীর, 'ইসমা'ঈল, *তাফ্সীরুল কুরআনিল 'আজীম*, কায়রোঃ আল-মাকতাবুস সাকাফী, ১ম সং, ২০০১ খ্রি।

ইবন কাছীর, 'ইসমা'ঈল, *আল-বিদায়াহ্ ওয়ান নিহায়াহ্*, বৈরূতঃ দারু হিজর, ১ম সং, ১৪১৮ হি।

ইবন কুদামাহ্, *রাওদাতুন নাজির ও জান্নাতুল মানাজির*, বৈরূতঃ মু'আস্‌সাসাতুর রায়্যান, ২য় সং, ১৪২৩ হি।

ইবন বাত্তাহ, উবায়দুল্লাহ্ ইবন মুহাম্মদ, *আল-ইবানাতুল কুবরা*, তাহকীকঃ রিদা মু'তী, রিয়াদঃ দারুর রায়াহ, ২য় সং, ১৪১৫ হি/ ১৯৯৪ খ্রি।

ইবন আবীল 'ইযয, সাদরুদ্দীন আলী ইবন মুহাম্মদ, *শারহুল আকীদাতিত তাহাবিয়্যাহ্, তাহকীকঃ একদল ওলামা*, বৈরূতঃ আল-মাত্‌বাআতুল মিসরিয়্যাহ, ১ম সং, ১৪২৬ হি/ ২০০৫ খ্রি।

ইবন মানজূর, মুহাম্মদ, *লিসানুল 'আরব*, বৈরূতঃ দারু সাদির, ৩য় সং, ১৪১৪ হি।

ইবন মাজাহ্, *আস-সুনান*, বৈরূতঃ দারুর রিসালাহ্ আল-'আলামিয়্যাহ্, ১ম সং, ১৪৩০ হি।

ইবন তায়মিয়্যা, 'আহমদ, *আস-সারিমুল মাস্‌লূল*, বৈরূতঃ দারু ইবন হায্‌ম, ১ম সং, ১৪১৭ হি।

ইবন তায়মিয়্যা, 'আহমদ ইবন, *মিনহাজুস সুন্নাহ্ আন-নাবাবীয়্যাহ্*, জামি'আতুল ইমাম মুহাম্মদ ইবন সা'ঊদ আল-ইসলামিয়াহ, ১ম সং, ১৪০৬ হি/ ১৯৮৬ খ্রি।

ইবন সা'আদ, মুহাম্মদ, *আত্‌-তাবাকাতুল কুব্‌রা*, বৈরূতঃ দারু সাদির, ১ম সং, ১৪০৭ হি।

ইবন হাজার আল-হায়তামী, 'আহমদ ইবন মুহাম্‌দ, *আস্‌-সওয়াইকুল মুহ্‌রিকাহ্*, বৈরূতঃ মু'আস্‌সাসাতুর রিসালাহ্, ১ম সং, ১৯৯৭ খ্রি।

ইবন হাজার, 'আহমদ, *আল-'ইসাবাহ ফী তাম'ঈযিস সাহাবা*, বৈরূতঃ দারুল জায়ল, ১ম সং, ১৪১২ হি।

ইবন হাজার, *ফাতহুল বারী*, বৈরূতঃ দারুল মা'রিফা, ১৩৭৯ হি।

ইবন হাযম, 'আলী, *আল-ফাস্‌ল ফীল মিলালি ওয়ান নাহলি*, কায়রোঃ মাকতাবাতুল খানজী, তাবি।

আল-ইউহসা, কাদী 'ইয়াদ ইবন মূসা, *আশ-শিফা বিতা'রীফি হাকূকিল মুস্তাফা*, তাবি।

আল-কাত্তান, মান্না' খলীল, *মাবাহিছ ফী 'উলূমিল হাদীছ*, কায়রোঃ মাকতাবাতু ওয়াহাবাহ্, ৫ম সং, ১৪২৮ হি।
আল-কুরতুবী, মুহাম্মদ, *আল-জামী' লিআহকামিল কুরআন*, কায়রোঃ দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যাহ্, ২য় সং, ১৩৮৪ হি।
আল-খাতীবুল বাগদাদী, 'আহমদ ইবন 'আব্দিল্লাহ্, *আল-কিফায়াতু ফী ইলমির রিওয়াইয়াতি*, আল-মাদীনাতুল মুনাওয়ারাহ্ঃ আল-মাকতাবাতুল ইল্মিয়্যাহ্, তাবি।
আল-খাল্লাল, 'আহমদ ইবন মুহাম্মদ, *আস-সুন্নাহ্*, রিয়াদঃ দারুর রায়া, ১ম সং, ১৪১০ হি।
আত-তিব্ইয়ানী, মুহাম্মদ ইবনুল আরবী, *'ইতহাফু যওবীন নাজাবাহ্*, তাবি।
আত-তাবারানী, সুলায়মান ইবন 'আহমদ, *আল-মু'জামুল কাবীর*, তাহকীকঃ হামদী ইবন আব্দিল মাজীদ, বৈরূতঃ মাকতাবাতু ইবন তায়মিয়্যা, ২য় সং, ১৪০৪ হি/ ১৯৮৩ খ্রি।
আত-তাবারী, মুহাম্মদ ইবন জারীর, *তারিখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ্, ১ম সং, ১৪০৭ হি।
আত-তিরমিযী, মুহাম্মদ ইবন 'ঈসা, *আস-সুনান*, মিসরঃ মাকতাবাতু মুস্তাফা আল-বাবী আল-হালবী, ২য় সং, ১৩৯৫ হি/ ১৯৭৫ খ্রি।
আন্-নববী, *শারহুন নাবাবী 'আলা সহীহি মুসলিম*, বৈরূতঃ দারু ইহ্ইয়াইত তুরাছিল 'আরবী, ২য় সং, ১৩৯২ হি।
আল-ফায়উমী, 'আহমদ ইবন মুহাম্মদ, *আল-মিসবাহুল মুনীর*, বৈরূতঃ আল-মাকতাবাতুল 'ইলমিয়্যাহ্, তাবি।
আল-বাগাভী, *শারহুস সুন্নাহ্*, বৈরূতঃ আল-মাকতাবুল 'ইসলামী, ২য় সং, ১৪০৩ হি।
আল-বুখারী, মুহাম্মদ, *আস-সহীহ*, বৈরূতঃ দারু ইবন কাছীর, ৩য় সং, ১৪০৭ হি।
আল-বাগদাদী, মুহাম্মদ, *আল-ফিরাক বায়নাল ফিরাক*, বৈরূতঃ দারুল আফাক আল-জাদীহা, ২য় সং, ১৯৭৭ খ্রি।
আল-বারবাহারী, আল-হাসান ইবন 'আলী, *শারহুস সুন্নাহ্*, আদ-দাম্মাম, দারু ইবনিল কায়্যিম, ১ম সং, ১৪০৮ হি।
আল-বায়হাকী, 'আহমদ, *আস-সুনানুল কুব্‌রা*, বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ্, ৩য় সং, ১৪২৪ হি।
মুল্লা জিউন, 'আহমদ, *নূরুল আন্ওয়ার ফী শারহিল মানার*, ভারতঃ মাকতাবাহ্ রশীদিয়্যাহ্, তাবি।
মুসলিম, *আস-সহীহ*, বৈরূতঃ দারু ইহ্ইয়াইত তুরাছিল 'আরবী, তাবি।
আল-মুবারকপুরী, সাফিউর রহমান, *আর-রাহীকুল মাখতূম*, রিয়াদঃ মু'আস্সাসাতু উলিন নুহা, ১৪২২ হি।
আল-মুত্তাকী, *কানযুল 'উম্মাল*, বৈরূতঃ মু'আস্সাসাতুর রিসালাহ্, ৫ম সং, ১৪০১ হি।
মুহাম্মদ ইবন আব্দিল ওয়াহ্হাব, *রিসালাতান ফীর রাদ্দি 'আলার রাফিদাহ*, রিয়াদঃ মাতাবি'উর রিয়াদ, ১৪২২ হি।
আয-যাহাবী, মুহাম্মদ ইবন 'আহমদ, *সিয়ারু 'আ'লামিন নুবালা'*, তাহ্কীকঃ শু'আয়ব আরনাউত, বৈরূতঃ মু'আস্সাসাতুর রিসালাহ্, ৩য় সং, ১৪০৫ হি/ ১৯৮৫ খ্রি।
আল-লাল্কাঈ, হিবাতুল্লাহ্, *শারহু 'উসূলি ই'তিকাদি আহলিস সুন্নাহ্*, সৌদি আরবঃ দারু তায়বা, ১৪২৩ হি।
আশ-শায়বানী, আহমদ, *আস-সুন্নাহ্*, তাহকীকঃ ড. মুহাম্মদ ইবন সাঈদ আল-কাহতানী, দাম্মামঃ দরু ইবনি হাযাম, ১ম সং, ১৪০৬ হি/ ১৯৮৬ খ্রি।
আশ-শায়বানী, *ফাদাইলুস সাহাবাহ্*, বৈরূতঃ মু'আস্সাসাতুর রিসালাহ্, ১ম সং, ১৪০৩ হি।
আশ-শায়বানী, *মুসনাদু 'আহমদ*, বৈরূতঃ মু'আস্সাসাতুর রিসালাহ্, ১ম সং, ১৪২১ হি।
আশ-শায়বানী, 'আব্দুল্লাহ্ ইবন আহমদ, *আস-সুন্নাহ্*, দাম্মাদঃ দারু ইবনিল কায়্যিম, ১ম সং, ১৪০৬ হি।
আশ-শারবীনী, মুহাম্মদ ইসমা'ঈল, *'আদালাতুস সাহাবা*, জামি'আতুল আযহার, ১৪২৫ হি।
আশ-শাহুদ, 'আলী ইবন নায়িফ, *শুবহাতুর রাফিদা হওলাস সাহাবা ওয়া রাদ্দিহা*, তাবি।
আল-আসবাহানী, আহমদ, *আল-'ইমামাতু ওয়ার রাদ্দু 'আলার রাফিদাহ*, আল-মাদীনাতুল মুনাওয়ারাহ্ঃ মাকতাবাতুল উলূম ওয়াল হিকাম, ১৪১৫ হি।
আস-সান'আনী, 'আব্দুর রজ্জাক, আল-*মুসান্নিফ*, বৈরূতঃ আল-মাকতাবুল 'ইসলামী, ২য় সং, ১৪০৩ হি।
আল-হায়ছামী, আলী ইবন আবী বকর, *কাশফুল আস্তার*, বৈরূতঃ মু'আস্সাসাতুর রিসালাহ্, ১ম সং, ১৩৯৯ হি।
আল-হায়ছামী, *মাজমা'উয যাওয়াইদ*, কায়রোঃ মাকতাবাতুল কুদসী, ১৪১৪ হি।
হারাস, মুহাম্মদ খলীল, *শারহুল 'আকীদাতিল ওয়াসিতিয়্যাহ*, মিসরঃ দারু হিজর, ৩য় সং, ১৪১৫ হি।